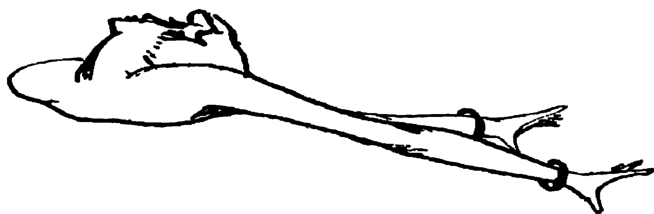


বন্দীর বন্দনা

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলকাতা ৬

রচনাকাল : ১৯২৬-২৯
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৩০

প্রকাশক : গোপালদাস মজুমদার
ডি. এম লাইব্রেরি, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা ৬

মুদ্রক : শ্রী গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলকাতা ১৩

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

পনেরো বছর পরে 'বন্দীর বন্দনা'র নতুন সংস্করণ প্রস্তুত হচ্ছে; এই সুযোগে পুনশ্চ কিছু পরিবর্তন না-করা অসম্ভব হ'লো।

সূচিপত্র

শ্রী অজিত দত্ত—

শাপভ্রষ্ট

যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
ব'সে আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণরেণু-সম বালুকণারাশি
লুটায় চরণপ্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে।
ঊর্ধ্বে মম রক্তিম আকাশ—
প্রভাত-সূর্যের লজ্জা রঞ্জিত করিছে অরণ্যানী।
সদ্য-নিদ্রা-জাগরিত গগনের পাণ্ডুভাল-'পরে
বহ্নিশিখা করিছে অর্পণ :
কামনার বহ্নি সে যে, স্বপনের সলজ্জ বিকাশ।
গোলাপের বর্ণে-বর্ণে স্বপ্নসুধা-মাখা,
আরক্তিম কামনায় আঁকা।
আমার অন্তর নিয়ে একাকী বসিয়া আছি আমি
উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার দুঃসহ পীড়নে।
লক্ষ-লক্ষ লুব্ধ ওষ্ঠ মেলি'
চুম্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা,
রিক্ত করি' দিতে চাহে ধরিত্রীর তীর্থযাত্রীদলে
সহসা-বন্যায়।
নিষ্ফল আক্রোশে তার ক্রূর জিহ্বা উদ্গারিছে বিষ,
তরঙ্গমথিত ফেনা রেখে যায় সৈকত-শিয়রে।
গাঢ়কৃষ্ণ জলরাশি অনচ্ছ অতল
নিত্য নব অমঙ্গলে করে জন্মদান
গোপন গভীর গর্ভে ,
অকল্যাণ বায়ু বহি' প্রাণের মন্দিরে
নির্বাপিত করি' দেয় পূজার প্রদীপ ;
ম্লান মুখে ঝরি' পড়ে কাননে অস্ফুট শেফালিকা
হিমস্পর্শে তার।
আমি শুষ্ক, নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।

সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি' মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দিরপ্রাঙ্গণ।
সুদূর কুসুমগন্ধে তার যাত্রাবাঁশি বেজে ওঠে ;
দৈন্যভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার।
—যৌবন আমার অভিশাপ।

ক্ষণে-ক্ষণে তরঙ্গের 'পরে
গগনের স্নিগ্ধ শান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হ'য়ে যেন লাগে ;
ফুটে ওঠে সোনার কমল
ক্ষণিক সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহ্বল।
সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয়
পল্লবসম্পুটে।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি আমি লিখন তাহার :
'হে তরুণ, দস্যু নহ, পশু নহ, নহ তুচ্ছ কীট—
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি।'

শাপভ্রষ্ট দেব আমি!
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি' শূন্যতায় উড়ি' যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।
তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লবমর্মর
প্রেমগুঞ্জনের মতো কী অমৃত ঢালে মর্মমাঝে।
রবির গভীর স্নেহে, শিশিরের শীতল প্রণয়ে
শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল,
দক্ষিণপবন তারে মৃদু হাস্যে আন্দোলিয়া যায়।
রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা,
আঁধারের অশ্রুকণা তারার মণিকা হ'য়ে জ্বলে
ত্রিযামার জাগরণ-তলে।
স্তব্ধ চিত্তে চেয়ে থাকি ; অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা
সযত্নে সাজাই নিত্য উৎসবের প্রদীপের মতো
আনন্দের মন্দিরসোপানে।
সুধায় নির্মিত মোর দেহসৌধখানি,

ইন্দ্রিয় তাহার বাতায়ন—
মুক্ত করি' রাখি' তারে আকাশের অকূল আলোকে
অন্ধকার-অন্তরালে অন্তরের মাঝে
বিনিঃশেষে করি যে গ্রহণ !

অক্ষম, দুর্বল আমি নিঃসম্বল নীলাম্বর-তলে,
ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—
জীবনের দীর্ঘ পথে যাত্রা করেছিনু কোন স্বর্ণরেখাদীপ্ত উষাকালে—
আজ তার নাহিকো আভাস।
আজ আমি ক্লান্ত হ'য়ে পথপ্রান্তে প'ড়ে আছি নীরব ব্যথায় শান্তমুখে
ঝ'রে-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।
সেই মোর গোধূলির সুরভি আঁধারে
যার সাথে দেখা,
যার সাথে সংগোপনে প্রণয়গুঞ্জন,
যার স্পর্শে ক্ষণে-ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
চমকিয়া খেলি' যায় হর্ষের বিজলি ;—
নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি,
দেখিয়াছি দিনে-দিনে, ক্ষণে-ক্ষণে আপনার ছায়া,
দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ,
ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময় ;—
তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি,
নিষ্কলঙ্ক রবি।
তখন বিষণ্ণ বায়ু নিশ্বসি' কহিয়া গেছে কানে
'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !'
নিকুঞ্জের সঙ্গী মোর হাসিয়া কয়েছে যবে কথা
তুচ্ছতম বাণী তার রূপান্তর করেছে গ্রহণ,
বিহঙ্গের উদাসীন কলকণ্ঠ-সাথে মিশি' আসি'
বেজেছে আমার বক্ষে দুরাশার মতো—
'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !'

তাই আজি ভাবি মনে-মনে—
পঙ্কের কলঙ্কবারি উত্তরিয়া আছে মোর স্থান
পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে।

শেফালিসৌরভ আমি, রাত্রির নিশ্বাস,
ভোরের ভৈরবী।
সংসারের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণ্টকের তুচ্ছ উৎপীড়ন
হাস্যমুখে উপেক্ষিয়া চলি।
যেথা যত বিপুল বেদনা,
যেথা যত আনন্দের মহান মহিমা—
আমার হৃদয়ে তার নব-নব হয়েছে প্রকাশ।
বকুলবীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মায়ায়
অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।—
শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি!

১৯২৬

আঁমরা রচেছি আজ প্রেমমুগ্ধ, মধুর মিলন
মিলাইয়া বাস্তবে স্বপন ;
মোদের অন্তর ভরি' ধ্বনিয়া রণিয়া ওঠে হাসি
উচ্ছ্রিত আনন্দ-অভিলাষী ;—
মানসগগন ভরি' ফুটিয়াছে শতলক্ষ তারা ;
রসের অমৃতধারা
নিরন্তর ঝরি'-ঝরি' অভিষিক্ত করে এই পাণ্ডু ধরাতল
মোদের কাননে যত সুপ্ত পুষ্পকলি
গুণ্ঠনের আবরণে রেখেছিলো আপনারে ঢাকি'—
তারা আজ স্মিতহাস্যে মেলিয়াছে আঁখি,
অর্পিয়াছে লাবণ্যের সৌরভ-অঞ্জলি।
মঞ্জুল মঞ্জরি-মালা প্রতি শাখা করেছে প্রসব,
নিখিলের ভৃঙ্গদলে করেছে আহ্বান ;—
মোদের মন্দিরতলে শুভ্র শুচি মিলনের নির্মাল্য অম্লান,
আমাদের গৃহে আজি বিশ্বের উৎসব।

তবুও তো পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যহারা
খ'সে পড়ে তারা।
ঝ'রে পড়ে প্রস্ফুটিত ফুল,
শুষ্ক হয় নবীন মুকুল ;
ক্ষান্ত হয় ভ্রমরের স্তুতিগান,
শূন্য মধুরসপাত্র উৎসবের রজনীরে করে অপমান।
তখন অন্তর চিরি' দীর্ঘনিশ্বাসের ব্যথা বহে
আসন্ন বিরহে।
শূন্য হৃদয়ের হাহাকার
শূন্য মালঞ্চের মঞ্চে নিশ্বসিয়া ফেরে বারংবার ;
অবরুদ্ধ ক্রন্দনের ক্ষান্তিহীন বিলাপগুঞ্জন
অশ্রুহীন নয়নের উদ্দীপ্ত বেদন
উচ্ছ্বসি'-উচ্ছ্বসি' উঠি' দগ্ধ করি' দিতে চায় সুনীল গগন।

অন্তরে নিবিড় ব্যথা বেঁধেছে আশ্রয়,
বচনে, বদনে তাই আনন্দের মূঢ় অভিনয়।

আজ মোরা পথপ্রান্তে বাঁধিয়াছি বাসা,
আকাশ-বাতাস ভরি' ছড়ায়ে দিয়েছি শত মুকুলিত আশা,
অনাগত দিবসের স্বপ্ন দিয়ে ফুটায়েছি কল্পনার আনন্দকুসুম,
সর্বদেহে মাখিয়াছি প্রণয়ের চন্দন-কুঙ্কুম,
গাহিতেছি অর্থহীন, উদ্দাম সংগীত,
মদ্যসিক্ত কুসুম ছিটায়ে ধরণীরে করেছি লোহিত।
ক্ষণিক আবেশ-মাঝে পড়েছি ঘুমায়ে
রচিতেছি সুখস্বপ্নজাল,
পশ্চাতে নিষ্ঠুর কাল বসন্তের অন্তিম বিদায়ে
মেলিয়াছে বদন করাল।

আমরা ভুলিয়া গেছি মোরা শুধু পথের পথিক,
কালের প্রবাহ-ভরে নিরন্তর চলিবো বহিয়া,
ঘাটে-ঘাটে লেগে-লেগে মেগে লবো বিশ্রাম ক্ষণিক,
পরিপূর্ণ করি' লবো হিয়া।
ভাবিবার নাহি অবসর,
দ্বিধার সময় নাই,
পরিত্যক্ত পত্রসম ভেসে-ভেসে চলিবো সদাই
উপেক্ষিয়া আশ্রয়বন্দর।
এই ঘাটে এসে আজ লাগিয়াছে ভেসে-যাওয়া দল
শুধু ক্ষণিকের তরে ;
মুহূর্তেক পরে
উচ্ছ্বসিত কালস্রোত উদ্বেল চঞ্চল
কঠোর আঘাত হানি' দিয়ে যাবে ছিন্নভিন্ন করি',
নিশ্চিত সম্মুখ-পানে নিয়ে যাবে ঠেলি' ;
চিরন্তন সত্য জেনে আজ যাহা প্রাণপণে রয়েছি আঁকড়ি',
বলিতেছি বারংবার, 'যায় যদি ডুবে যাক নিখিল ভুবন,
তবু এরই মাঝে আমি পুনর্বার মহাবিশ্ব করিবো সৃজন—'
কাল নেহারিবো চক্ষু মেলি'

তাহারে এসেছি ফেলে কোন দূর-দূরান্তর-পারে,
অতীতের স্বপন-মাঝারে ;—
কোথায় এসেছি চ'লে প্রবাহের টানে,
তাকে নিয়ে গেছে কোনখানে !—
বন্ধন কখন গেছে ছিঁড়ে,
সঞ্চিত আশার জ্যোতি ডুবে গেছে বিস্মৃতি-তিমিরে,
এখন কোথায় আমি আর—সে কোথায়,
হায় !

আমাদের ক্ষণিক মিলন—
মিথ্যা দিয়ে, মোহ দিয়ে তাহারে করেছি চিরন্তন—
অমর করেছি তারে।
যাত্রাপথ-ধারে
গোপনে মিলেছি মোরা ;—দেবতার ভাণ্ড হ'তে
ছিন্ন করি' আনিয়াছি ক্ষণিকের স্বর্গসুখ।
তারপর ভেসে চলা স্রোতে ;—
আবার বাঁধিবো বাসা,
আবার রচিবো নব আশা,
আবার ভাঙিয়া যাবে ভুল,
আবার পড়িবে ঝরি' ফুল।
এমনি চলিবে বহি' ভেঙে-যাওয়া শান্তিনীড় ফিরে-ফিরে বাঁধা,
যতক্ষণ মৃত্যুমাঝে শেষ নাহি হ'য়ে যায় জীবনের সব হাসা-কাঁদা।

তবু মোরা মিলিয়াছি আজ,
পরিয়াছি উৎসবের সাজ।
ক্ষণিকের এ-নন্দনে ছুটুক অমৃত-মন্দাকিনী,
ফুটুক আনন্দ-পারিজাত,
হোক প্রণয়ের সুধাপান,
মুখরিত করি' ধরা উঠুক ক্ষণিক জয়গান,
তালে-তালে নৃত্য করি' প্রেয়সীর বাজুক কিঙ্কিণী—
তারপর স্বপ্নসৌধ ভাঙিয়া পড়ুক অকস্মাৎ।

১৯২৬

কালস্রোত

আমি হেথা ব'সে আছি—
ব'সে আছি শুধু,
স্তব্ধচিত্ত, মৌন, ভাষাহীন।
মোর পাশ দিয়া
কালের অধীর নদী অলক্ষিতে যেতেছে বহিয়া
অনাদির উৎস হ'তে বাহিরিয়া অসীমের, অশেষের টানে।
শুভ্র রৌদ্ররাগদীপ্ত পরিপূর্ণ দেহে
জড়াইয়া ব্যথাগাঢ় নীলিমার স্নিগ্ধঘন বাস
দিনগুলি যায় আর আসে;
প্রশান্ত সান্ত্বনা বহি' শীতল, নিতল অন্ধকারে
বিস্মৃত অশ্রুর ব্যথা বিথারিয়া তারার কম্পনে
রাত্রি মোর যায় আর আসে।
আমি শুধু স্তব্ধ চিত্তে ব'সে থাকি স্রোতস্বিনী-তীরে,
কহিতে পারি না কথা অপার বিস্ময়ে,
আনন্দের আন্দোলনে, ব্যথার মধুর স্নিগ্ধতায়।
দিতেছি ভাসায়ে চির-প্রবাহিণী তটিনীর নীরে
এক-একটি ক'রে মোর দিনরাত্রিগুলি
সুগন্ধ, সুন্দরতনু এক-একটি সম্পূর্ণ পুষ্পসম।
চেয়ে দেখি, ফুলগুলি স্রোতের উৎসুক আবর্তনে
দূর হ'তে দূরান্তরে যেতেছে চলিয়া।
মনে ভাবি : এই দিন, এই রাত্রি আর কভু আসিবে না ফিরে,
এই ফুল আর ফুটিবে না
ভুবনে আমার;
কোন-এক অজানার পানে এরা চলিছে ছুটিয়া,
আর পিছে তাকাবে না কভু;
এদের সৌরভ আর ভরিবে না আমার হৃদয়
অগাধ, অবাধ, মুগ্ধ মাধুর্যের পরিপূর্ণতায়;
এ-উজ্জ্বল আলোখানি প্রাণের প্রদীপে মোর জ্বলিবে না আর।
অতীতের পানে চেয়ে যতই কাঁদি না কেন আমি—
এই দিনরাত্রিগুলি হ'তে

একটি নিমেষ আর ফিরে আসিবে না,
একটি নিশ্বাস আর ভেসে না আসিবে।
ব'সে-ব'সে তাই শুধু আজিকার দীপ্তি-পানে করুণ নয়নে চেয়ে রই ;
আনন্দের কলস্বনে অনাগত বেদনার পদধ্বনি শুনি
হৃদয়ের স্পন্দনের সনে।
হাসিতে ভাসিয়া-যাওয়া দুই চোখে মোর
অশ্রুবাষ্প ক্রমে জ'মে ওঠে।

হে আমার দগ্ধ দিন, স্নিগ্ধ রাত্রি, সুন্দর প্রভাত,
আলস্যের লাস্যভরে লীলায়িত মধ্যাহ্ন মন্থর,
ক্লান্তিঘেরা অপরাহ্ণ উদার, উদাস,
বেদনার বীণাপাণি সন্ধ্যারানী মোর—
তোমরা সকলে মিলি' আমার প্রাণের পাত্রে ঢালিয়াছো সুধা,
ঢালিয়াছো তিক্ত হলাহল,
কত কিছু দিয়েছো যে, অতুলন, অনির্বচনীয়—
উচ্ছলিয়া, উল্লসিয়া, ঝর্ঝরিয়া ঝরেছে নিয়ত।
কণামাত্র ছিলো না শূন্যতা—
শত লক্ষ দুঃখেসুখে ভ'রে দিয়েছিলে মোর অন্তরের নিগূঢ় ভাণ্ডার
অসীম আকাশ মোর অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেন,
আমার বেদনা আর আমার আনন্দরাশি রাখি—
এ-বিশাল পৃথিবীতে হেন ঠাঁই নাই।

আমার চিত্তের বর্ণে মরি মরি কী বিচিত্র চিত্রলেখাখানি
সযতনে রেখে গেলো এঁকে
এই চিরস্মরণীয় দিনরাত্রি মোর।
যে-প্রিয়া রয়েছে মোর মর্মের আড়ালে,
হৃৎপাত্রে রক্ত দিয়া লিখিতেছে অন্তহীন প্রেমপত্র তার,
সে কখনো এসেছে বাহিরে,
হাসিয়াছে ক্ষণিকের হাসি।

কান্নার জলধিকূলে সে কখনো নিয়ে গেছে মোরে,
বাক্যহারা কটাক্ষের চকিত ইঙ্গিতে
নিয়ে গেছে বিরহের অনাদ্যন্ত তিমিরের তীরে।
আবার কখনো স্তব্ধ রাতে—
মোর হাতে হাত রাখি' মিলনের তীর্থ-অভিমুখে
পথ দেখাইয়া গেছে আগে।
তাহারই চলার ছন্দে রুধিরসমুদ্র মোর উঠেছে দুলিয়া,
বহ্নির চুম্বনরাগে রঞ্জিত হয়েছে মহাকাশ,
স্বপ্নের তরঙ্গভঙ্গে দৃষ্টি মোর বার-বার উঠেছে শিহরি'।
…ভ'রে যেতো প্রাণ-পাত্র উচ্ছ্বসিত মদের ফেনায়
কখনো দুর্জয় দুঃখে, দুরন্ত আনন্দে কখনো বা।—
শূন্য কভু থাকিতো না;
ভাবিবার, দেখিবার, বুঝিবার অবসর ছিলো নাকো কোনো—
দিনে-দিনে ক্ষণে-ক্ষণে অক্লান্ত, অশেষ,
আমার হৃদয়-পানে স্পন্দনের, ক্রন্দনের, বন্ধনের নিত্য অভিসার।

একদিন এ-বন্ধন ছিঁড়ে যাবে, কান্না হবে শেষ,
সুখদুঃখ, ভালোমন্দ কিছুমাত্র রহিবে না আর;
সমস্ত জীবন ভরি' রবে শুধু মৃত্যুর ম্লানিমা,
প্রেতের নিঃশব্দ যাওয়া-আসা।
তাই এই গানে-প্রাণে-দানে-ভরা দিনরাত্রিগুলি
ছেড়ে দিতে চাহে নাকো মন।
কালের বিশাল স্রোতে একটি মুহূর্ত-মাঝে—পারিতাম যদি-
বন্দী ক'রে রাখিতাম চিরতরে।
এমন মহান মন্ত্র কিছুই কি নাই, হে দেবতা,
যার শব্দে এ-তটিনী হারাইবে প্রবাহ তাহার?—
মিথ্যা এ-মিনতি হায়; ব্যর্থ এই ব্যথা:
দিনগুলি চ'লে যাবে, রাত্রি যাবে কেটে—
কে তাহারে রাখিবে বাঁধিয়া?
আমি শুধু প'ড়ে র'বো বেদনার কূলে,
পদ্মগুলি নিজ হাতে ভাসাইয়া দিবো একে-একে।

আরো কত লক্ষ দিন, লক্ষ রাত্রি প'ড়ে আছে মোর প্রতীক্ষায়-
জানি না তা, চাহি না জানিতে।
শুধু জানি, এ-উৎসব শেষ হ'য়ে যাবে একদিন,
তারপরে আর কভু জ্বলিবে না আলো,
হৃদয়ে সৌরভ জাগিবে না।
রক্তমাঝে নাগিনীর বিষ-জ্বালা উঠিবে শ্বসিয়া,
প্রিয়া মোর ম'রে যাবে।

তার আগে একবার ভালো ক'রে
আশীর্বাদ ক'রে যাই এই দিনরাত্রিরে আমার,
ভালোবাসা রেখে যাই পরমসুন্দর মোর যৌবনের লাগি'।
যা পেয়েছি, থাক তাহা নয়নের আলো হ'য়ে মোর,
তারই তরে সব মোর প্রেম।
যাহা পাই নাই, তাহা অজানিত আকাশের গ্রহ হ'য়ে থাক,
তার লাগি' মিথ্যা ক্ষোভ করিবো না।
তবু মোর এ-ক্ষণিক যৌবনবেলায়
যত ফুল ফুটিয়াছে, যত পাখি গাহিয়াছে গান,
যত বর্ষা নামিয়াছে রজনীর উতলা প্রহরে—
শুধু তারই লাগি' মোর হৃদয়ের প্রেম ও প্রণাম
এই দিনরজনীরে ভালোবেসে দিয়ে গেনু দান।

১৯২৬

নীল পূর্ণিমা

মধ্যরাত্রে প্রশান্ত ভুবন।
নিদ্রিত প্রান্তর-'পরে নিরন্তর ঝরিছে সুনীল
তরল জ্যোৎস্নার ধারা।
গগনের মেঘপুঞ্জ ম্লান হ'তে ম্লানতর হ'য়ে
সুনীল দর্পণ-সম বিতরিছে স্বপ্নমায়াজাল;
নীহারিকা-বাষ্পাকুল নিদ্রাহীন শশী
অশ্রুর কুহেলিঘন দিগন্তে অস্পষ্ট হ'য়ে আছে;
ম্লান তার মুখ;
রুগ্নকান্তি, ভঙ্গুর, অথচ
সুস্নিগ্ধ, সুনীল।
সুনীল রজনী আজি, সুনীল আকাশ,
সুনীল জ্যোৎস্নার ধারা।
দিগন্তবিলীন এই মহান নীলিমা
তৃষিত নয়ন দিয়ে বিনিঃশেষে করিতেছি পান,
শূন্য ঘরে শূন্য মনে জেগে আছি একা
পরিপূর্ণ ক'রে নিতে এই শান্ত, অগাধ প্রহর
বেদনাবিচিত্র রসে।
নামহীন শূন্যতায় ছেয়ে আছে আমার জীবন—
সব রাত্রি, সব দিন।
তার মাঝে এই রাত্রিটিরে
ভিক্ষা ক'রে চেয়ে লবো অসীমের দেবতার কাছে,
অন্তরের সমুদ্রমন্থনে
যত দুঃখ, যত সুখ উচ্ছ্বসিয়া ওঠে অবিরল,
আজি মুহূর্তের তরে রক্তস্রোতে সঞ্চারিবো সব।
এ-মুহূর্তে আপনারে পূর্ণ করি' লবো একেবারে
আনন্দবেদনাভারে।
অবরুদ্ধ হৃদয়েরে মুক্ত করি' দিবো
সুনীল গগন হ'তে ঝ'রে-পড়া সুনীল জ্যোৎস্নায়।

আজ রাত্রে মনে পড়ে তাই,
কতবার কত রূপে কত ছন্দে লভেছি তোমারে
আপন হিয়ার তলে ;
কতবার ক্ষণতরে বসন্ত এসেছে মোর দ্বারে
বিপুল সম্ভার নিয়ে ;
তখন ফুটেছে ফুল অধীর কাননে,
ভ্রমরের গুঞ্জরনে বসন্তের চঞ্চলতা হয়েছে মন্থর,
পূর্ণতার আস্বাদনে মৌন হ'য়ে গেছে মোর বীণা।
তারপর বার-বার আপনারে নিয়ে গেছো দূরে,
হে প্রিয়া আমার,
সঙ্গে তব নিয়ে গেছো পুষ্পিত ফাল্গুন,
রেখে গেছো রিক্ত ক'রে যৌবন আমার,
ব্যর্থতায় কাঁদায়েছো বীণার কম্পন
বারে-বারে।
তবু ছিলো গোপনে বিদ্যুৎময় বিরহগৌরব,
ছিলো তব স্মৃতির সৌরভ।

কোন শুভলগ্নে, সখি, এসেছিলে তুমি মোর কাছে !
তোমার চরণধ্বনি শুনেছি অস্থির
রক্তের তাণ্ডবে।
ভাবিয়াছি, বক্ষে মোর ব্যথার সোপান বেয়ে-বেয়ে
ধীরে-ধীরে আসিতেছো উঠি' !
সহসা দেখেছি তোমা মূর্তিমতী বেদনার মতো
সম্মুখে আমার।
ওষ্ঠতটে হাসি, আর স্ফারনেত্র অশ্রু-ছলছল,
নগ্ন শুভ্র হস্ত দুটি।
চাহিয়া তোমার পানে মানবের ভাষা গেনু ভুলে—
যত কথা ক্ষণে-ক্ষণে আন্দোলিছে চঞ্চল শোণিতে
বিস্মরণে ডুবে গেলো সব।
মৌন হ'য়ে রহিনু চাহিয়া,
মৌন হ'য়ে, বন্ধু মোর, পাশে এসে দাঁড়ালে থমকি'

উদ্বেল বাসনা মোর প্রসারিলো কর
পরশতিয়াষে,
অঙ্গুলি মুখর হ'লো প্রার্থনায়।

কিন্তু সেই ক্ষণে তুমি দূরে স'রে গেলে, দেবী-
সে কি ঘৃণাভরে ?
অথবা কি কুমারীর সুন্দর লজ্জায় ?
কিংবা বুঝি রমণীর লীলাচ্ছলে ?
স্পর্শরসতৃষ্ণাতুর দেহ মোর কাঁদিলো নীরবে
উপেক্ষার অপমানে ;
অদম্য কামনা মোর মত্তফেনাসম
উচ্ছলি' উঠিতে চায়,
শুব্ধ ক'রে দিনু তার দুঃসাহস।
অন্ধকার নেমে এলো আমার অন্তরে।

সেই অন্ধকারে তুমি নীরবে আসিয়া ধরা দিলে
বাসনার বন্ধনে আমার।
দিলে স্পর্শ, সার্থকতা, স্বর্গস্বাদ,
সিঞ্চিলে অমৃতবারি অসহন আমার উত্তাপে।
অঙ্গে-অঙ্গে ভাষা এনে
প্রকাশিলে অবরুদ্ধ বাণী।
শব্দহীন অন্ধকারে হ'লো মোর পুণ্য অভিষেক—
এইমতো, বার-বার, কত বার।

কিন্তু সেই সূর্য আজ অস্ত গেছে।
আজ তুমি কাছে নাই আর,
স্পর্শ তব হয়েছে অতীত।
তারই অনুশিহরনে তবু আজ কাঁপিছে হৃদয়
নদীজলে ঝ'লে-ওঠা চন্দ্রালোকসম।

আজ ভাবি, যদি তুমি নাহি দেখা দিতে কভু,
তা-ই বুঝি ছিলো ভালো।
শূন্য ছিলো আমার আকাশ,
বর্ণহীন, শব্দহীন—
আনন্দ-বেদনা সেথা উঠিতো না তরঙ্গিত হ'য়ে,
সুখদুঃখ, আলো-ছায়া করিতো না খেলা,
উদাসীন, বন্ধ্য মরু আপনারে করেছিলো দান
অন্ধ নিয়তির কাছে।
হে রসরঙ্গিণী নারী, কেন তুমি সেথা
ব'য়ে গেলে আকস্মিক প্লাবনের মতো
আশাতীত, ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে ?
রেখে গেলে দীর্ঘশ্বাসে চকিত বিদ্যুৎ
দীর্ণ ক'রে প্রাথমিক বর্ণহীনতারে ?
আজিকে যে পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের সম্ভার,
বজ্রসার, বর্ষণ-উন্মুখ,
জমিয়াছে আমার অন্তরে ;—
তার ভার পারি না বহিতে আর, চূর্ণ হ'য়ে ঝ'রে যেতে চাই।
ফিরে এসো, স্পর্শমণি, আর-বার স্পর্শ ক'রে ঝড় তুলে দাও,
ছিন্ন করো স্তব্ধ এই মেঘের স্তবকে ;
যা-কিছু রয়েছে লীন অপ্রকাশে, ভাষাহীন যা-কিছু আতুর—
রিক্ততায়, সিক্ততায় সব হোক ঐশ্বর্যে উচ্ছল
বিগলিত শ্রাবণবর্ষণে।

কোনো সাড়া নাই।
তুমি স্তব্ধ, আমি স্তব্ধ, অপার বিরহ মাঝখানে।
শুধু এই নীরব নিশীথে
ধ্যানের মুরতি তব অনবগুণ্ঠনে
গ'ড়ে তুলি বিশাল নির্জনে।
মৌনতার ব্যূহ ভেদি' চলে অন্তরঙ্গ আলাপন
তোমাতে আমাতে।

বার-বার গ'ড়ে তুলি মিলনপ্রতিমা,
বার-বার ভেঙে ফেলি।
ক্লান্তি এসে জড়ায় নয়ন
সুমধুর স্বপ্নাবেশ-সম।
তন্দ্রাঘোরে কল্পনায় কত ফুল ফোটে, ঝ'রে পড়ে
নীলপ্রভাবিচ্ছুরিত রজনীর মন্থর প্রহরে।

১৯২৬

বন্দীর বন্দনা

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছো আমায়—
নির্মম নির্মাতা মম! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার!
মনে করি, মুক্ত হবো; মনে ভাবি, রহিতে দিবো না
মোর তরে এ-নিখিলে বন্ধনের চিহ্নমাত্র আর।
রুক্ষ দস্যুবেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচার-স্রোতে,
উপেক্ষিয়া চ'লে যাই সংসার-সমাজ-গড়া লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের
নিষ্ঠুর আঘাত; দাসত্বের স্নেহের সন্তান
সংস্কারের বুকে হানি তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় পরিহাস,
অবজ্ঞার কঠোর ভর্ৎসনা।
মনে ভাবি, মুক্তি বুঝি কাছে এলো—
বিশ্বের আকাশে বহে লাবণ্যের মৃত্যুহীন স্রোত।

তারপরে একদিন অকস্মাৎ বিস্ময়ে নেহারি—
কোথা মুক্তি?
সহস্র অদৃশ্য বাধা নিশিদিন ঘিরে আছে মোরে,
যতই এড়ায়ে চলি, ততই জড়ায়ে ধরে পায়ে,
রোধ করে জীবনের গতি।
সে-বন্ধন চলে মোর সাথে-সাথে জীবনের নিত্য অভিসারে
সুন্দরের মন্দিরের পানে।
সে-বন্ধন মগ্ন করি' রেখেছে আমারে
আকণ্ঠ পঙ্কের মাঝে।
সে-বন্ধন লক্ষ-লক্ষ লাঞ্ছনার বীজাণুতে
কলুষিত করিয়াছে নিশ্বাসের বাতাস আমার—
লোহিত শোণিত মম নীল হ'য়ে গেছে সে-বন্ধনে।
ক্ষণতরে নাহি মুক্তি; কর্ম-মাঝে, মর্ম-মাঝে মোর,
প্রতি স্বপ্নে, প্রতি জাগরণে,
প্রতি দিবসের লক্ষ বাসনা, আশায়
আমারে রেখেছো বেঁধে অভিশপ্ত, তপ্ত নাগপাশে
সৃজন-উষার আদি হ'তে—
উদাসীন স্রষ্টা মোর!

মুক্তি শুধু মরীচিকা—সুমধুর মিথ্যার স্বপন,
আপনার কাছে মোরে করিয়াছো বন্দী চিরন্তন।

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গারকামনা
রমণীরমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি ;—
তাদের মেটাতে হয় বঞ্চনার দুর্দম বিক্ষোভ।
আছে ক্রূর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় ক্লেদলিপ্ত লোভ,
হিরণ্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে-ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়,
কাঁদায় আমারে সদা অপমানে, ব্যথায়, লজ্জায়।
ভুলিয়া থাকিতে চাই ;—ক্ষণতরে ভুলে যাই ডুবে গিয়ে লাবণ্য-উচ্ছ্বাসে-
তবু, হায়, পারিনে ভুলিতে।
নিমেষে-নিমেষে ত্রুটি, পদে-পদে স্খলন-পতন,
আপনারে ভুলে যাওয়া—সুন্দরের নিত্য-অসম্মান।
বিশ্বস্রষ্টা, তুমি মোরে গড়েছো অক্ষম করি' যদি,
মোরে ক্ষমা করি' তব অপরাধ করিয়ো ক্ষালন।

জ্যোতির্ময়, আজি মম জ্যোতির্হীন বন্দীশালা হ'তে
বন্দনাসংগীত গাহি তব।
স্বর্গলোভ নাহি মোর, নাহি মোর পুণ্যের সঞ্চয়,
লাঞ্ছিত বাসনা দিয়া অর্ঘ্য তব রচি আমি আজি :
শাশ্বত সংগ্রামে মোর আহত বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা,
হে চিরসুন্দর, মোর নমস্কার-সহ লহো আজি।

বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।

না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হ'য়ে আছে তবু।
না-হয় রেখেছো বেঁধে ; তবু জেনো, শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহভরে ঊর্ধ্বনভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে।
মোর আঁখি রহে জাগি' নিস্তব্ধ নিশীথে,
আপন আসন পাতে নিদ্রাহীন নক্ষত্রসভায়,
স্বচ্ছ শুক্ল ছায়াপথে মায়ারথে ভ্রমি' ফেরে কভু
আবেশ-বিভ্রমে।
তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমারাত্রি-সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।
তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে মরে
ক্ষুধাজীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কাল—
সমস্ত অন্তর মম সে-মুহূর্তে গেয়ে ওঠে গান
অনন্তের চিরবার্তা নিয়া ;
সে কেবল বার-বার অসীমের কানে-কানে একটি গোপন বাণী কহে—
'তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি !'
রক্তমাঝে মত্তফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায়-শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরন,
লোলুপ লালসা করে অন্যমনে রসনালেহন।
তবু আমি অমৃতাভিলাষী—
অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি,
ভালোবাসি—আর-কিছু নয়।
তুমি যারে সৃজিয়াছো, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি,
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্যরস তিলে-তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি ;—তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে-মহাসৃজন-কালে—তুমি শুধু জানো সেই কথা।

মোর আপনারে আমি নবজন্ম করিয়াছি দান।
নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশে আজি তাই,

মোর এই সৃষ্টিকায উৎসৃষ্ট করিনু সন্তর্পণে।
মোর এই নব সৃষ্টি—এ যে মূর্ত বন্দনা তোমার,
অনাদির মিলিত সংগীত।
আমি কবি, এ-সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর—
তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,
এই গর্ব মোর।
লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেলো হানি'
তোমার সকাশে।

১৯২৬

মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান

তবু কেন কাঁদো, প্রিয়তম ?
কেন মিথ্যা ডেকে আনো উচ্ছ্বসিত অশ্রুর শ্রাবণ
আজি এই পূর্ণিমার লাবণ্যবন্যায় ?
কেন দীর্ঘশ্বাসে
দক্ষিণের প্রফুল্ল হিল্লোলে ব্যথা দাও ?
হাহাকারে অভিমানে অনুশোচনায়
এ-মধুর স্বপ্ন কেন ভাঙো ?
আজিকে পূর্ণিমা নিশি, মিলনরজনী এ যে তোমার আমার,
মৃত্যুজয়ী মিলনের সন্ধানে উন্মাদ অভিসার।
এর মাঝে কেন শোক, কেন অশ্রু ? বলো !
মোছো আঁখি, তোলো আঁখি, সব দুঃখ ভোলো,
প্রিয়তম।
শুধু মনে রেখো, তুমি প্রিয়তম মম,
আমি তব প্রিয়া।

আমি তব চিরন্তনী প্রিয়া, আমি তব মৃত্যুজয়ী প্রিয়া,
মৃত্যুর মদিরামত্তা রাত্রির প্রেয়সী আমি তব,
আমি তব অন্তরের অন্তরবাসিনী ;
স্মরণের কারাগৃহে তব
আমি নিত্য নব
সুন্দরী রঙ্গিণী।

ভাবিতেছো : মিথ্যা কথা। মোর প্রেম নহে তব তরে,
ভাবিতেছো, কুহকিনী বিমুগ্ধ করিছে তোমা শুধু মধুবর্ষী কণ্ঠস্বরে
তুচ্ছ ক্রীড়াচ্ছলে। বিজয়িনী আরো জয় চায়,
রূপদৃপ্তা মায়াবিনী তৃপ্তিহীন বিজয়তৃষ্ণায়।
তাই সে ভুলালো তোমা সুধা দিয়া, সুরা দিয়া করাইয়া স্নান ;
তারপর কৌতূহল হ'লে অবসান
হেলায় ফেলিয়া তোমা পথপ্রান্তে ধূলির মাঝারে
নিষ্ঠুরা যেতেছে চলি' আনন্দে নবীন অভিসারে।

তাই ঝরে অশ্রু, তাই পড়ে দীর্ঘশ্বাস—
তরঙ্গিত শোকের বিলাস।···
—ভুল!
মোছো আঁখি, প্রিয়তম, তোলো আঁখি, শান্ত করো হিয়া,
তুমি মম প্রিয়তম, আমি তব প্রিয়া।

তুমি মোরে চেয়েছিলে নবার্করঞ্জিত পট্টবাসে বধূবেশে করিতে বরণ,
চেয়েছিলে ভালে মোর পরাইতে সিন্দূরের বিন্দুর বন্ধন,
করে শঙ্খবলয়ের অচল শৃঙ্খল।
আনন্দগুঞ্জিত, দীপ্ত, সুগন্ধবিহ্বল,
ধূমজালধূসরিত প্রকাশ্য সভায়
তুমি মোরে চেয়েছিলে; সচকিত করি' নভস্তল
নবলব্ধ সম্পদের প্রাপ্তির উদ্ধত ঘোষণায়।
হও নাই সিদ্ধকাম, তাই এত ক্ষোভ?
তাই ভাবিতেছো আমি হৃদিহীনা? তাই
বলিতেছো, তুমি শুধু আপনারে বিনিঃশেষে দিয়েছো আমায়,
আমারে দিয়েছো সব, যত ভালো, যত মন্দ আছে তোমা মাঝে,
আর আমি গ্রহণ করেছি শুধু অকাতরে
তোমাকে করেছি পান দেহ-মন ভ'রে,
বিনা প্রতিদানে?
তুমি শুধু ভালোবাসিয়াছো, আমি ভালোবাসি নাই কভু?

আমি তোমা দিয়েছিনু আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী।
বেগের আগ্রহে দগ্ধ লক্ষ গ্রহ-উপগ্রহ-তারা
দুর্লক্ষ্য চলেছে ছুটি' শূন্যতার মৌনতা আন্দোলি'—
তারা তব তুচ্ছ ক্রীড়নক। অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে তব সুখে ত্রাসে আত্মহারা
অন্ধকার বিদীর্ণিয়া বিদ্যুতের ভ্রূণ ওঠে কেঁপে,
তোমার বন্দনাগান ঝঞ্ঝার নূপুরতালে বেজে ওঠে মহাকাশ ব্যেপে।
মুহূর্তের মাঝে তোমা দিয়েছিনু অনন্ত জীবন,
দিয়েছিনু অনন্ত মরণ
শুধু একবার মোর কটাক্ষ-ঈক্ষণে।

ক্ষণিক পরশে তোমা দিয়েছিনু ইন্দ্রতুল্য অনিন্দিত জ্যোতি,
কণ্ঠে তব মন্দাকিনী-বারি-স্নাত মন্দারের মালা, পদতলে বিশ্বের প্রণতি।
তবু বলো, কিছু দেই নাই!
তোমাকে দিয়েছি আমি কখনো যাবে না যাহা মুছে,
বর্ষ হ'তে বর্ষ-অন্তে বিত্ত যার যাবে নাকো ঘুচে,
প্রতি দুঃখে দিবে যা সান্ত্বনা, সব ক্ষতি দিবে পূর্ণ করি',
শক্তি দিবে সকল সংগ্রামে জাগিতে দুঃখের বিভাবরী।
ভগ্ন-আশা-ভস্ম-স্তূপ হ'তে সৃষ্টি যা করিবে নব আশা—
জীবনেরে করিবে সুন্দর, ভুবনেরে করিবে সুন্দর,
তোমাকে যা করিবে সুন্দর,
সে শুধু আমাব ভালোবাসা।

এ-প্রাপ্তিতে তৃপ্তি নাই তব ; তুমি মোরে চেয়েছিলে সংসারের সংকীর্ণ আলয়ে,
লক্ষ দৈন্যকলঙ্কিত, ক্ষুধাখিন্ন, বিশীর্ণ জীবনে, প্রতি দুঃখে, প্রতি লজ্জাভয়ে।
চেয়েছিলে ক্ষুদ্রতার ঘৃণালিপ্ত কালিমায়, কার্পণ্যেব কলুষ পবশে,
ঈর্ষার অসহ্য বিষে, শৃঙ্গার-রভসে।
চেয়েছিলে প্রতি রাত্রে শয্যার সঙ্গিনী,
প্রত্যহ পরিচারিকা,
সন্তানের মাতা তব, নিপুণা গৃহিণী।
··প্রিয়াকে পেতে না আর।
প্রেমের সমাধি হ'তো অগোচরে মোদেব দোঁহার,
হাজার প্রয়োজনের পুঞ্জিত জঞ্জালে
হ'য়ে পথহারা
লুপ্ত হ'তো ক্ষীণ প্রেমধারা।
তখনও জীবন
অভ্যাসের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বন্দী,
তখনও প্রত্যহ
অনুরূপ ব্যবহারে প্রেমের অসার অভিনয়।

তার চেয়ে এই ভালো নয়?
আমি শুধু কল্পনা তোমার, আমি দূর তারকার জ্যোতি।

তুমি মোরে চেয়েছিলে পূর্ণ ক'রে পেতে এ-জীবনে;—
জীবন স্বল্পায়ু, হায়, প্রতি দিনে, প্রতি ক্ষণে
যেতেছে নিঃশেষ হ'য়ে। তার সঙ্গে আমিও নিঃশেষ
আর তুমিও নিঃশেষ। তবু আমি রবো
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রিয়া তব।
বাহিরের এ-বিরহে যাবো উপেক্ষিয়া,
অনন্ত মিলন যেথা অনন্ত মরণ-সম রাজে
যাবো সেই অন্তরের অন্তঃপুর-মাঝে।
সেথা আমি আমি নহি, তুমি তুমি নহ, কারো সেথা নাহি কোনো নাম,
নাহি কোনো ক্ষুদ্র পরিচয় ; সেথা অবিরাম
রজনী ঢালিছে তার মৃত্যুর মদিরা।
সেথা আমি চিরকাল কল্পনা তোমাব,
চিরকাল স্বপ্ন তুমি মম,
তুমি মম চির-প্রিয়তম,
আর
আমি তব প্রিয়া।

তবু ?

১৯২৭

অমিতার প্রেম

এতটুকু ভালোবাসা—তাও দিতে পারিলে না মোরে
সে কি এত বেশি দেয়া ? ঘুমে-ভরা ভোরে
ফুলের মেয়ের মুখ থেকে
যে-আলোক আলগোছে ঘুমের ঘোমটাটুকু তুলে নিয়ে যায়,
তৃণের বিছানা-'পরে আপনারে চুপি-চুপি ঢেলে দেয় যে-শিশিরকণা
কতটুকু দেয় তারা ?—
ফুটিলো একটি, ফুল, দিনান্তে ঝরিয়া ম'রে গেলো—
এ-কথা কি মনে রাখে সূর্যের আলোক ?
একটি ধূসর তৃণ হ'য়ে গেলো সজীব, সবুজ—
শিশির কি জানে এই কথা ?
কতটুকু দেয় তারা ? তবু, যাহা দেয়—
তারই তরে পিপাসিত কুসুমকোরক,
শুষ্ক তৃণ জপে ক্ষণ তারই প্রতীক্ষায়।
ততটুকু—তাও মোরে দিতে পারিলে না ?
এতটুকু ভালোবাসা—অমিতা, তাহারই এত দাম ?

আমাকে তোমার বুঝি ভালো লাগে নাই।
মোর দেহ তব চোখে জ্বালেনিকো রূপের আগুন।
সর্পসম কলঙ্কিত এই দেহ—প্রতি অঙ্গে
লেগেছে পাপের ছাপ। অশুচি, পঙ্কিল !—
এই দেহ তব স্পর্শযোগ্য নহে।
তোমারে করিতে পারি জয়—হেন জ্যোতি
মোর মনে নাই।
মোর প্রাণে নেই সেই প্রেম—যার বলে
গুপ্ত মৃত্যুপুরী হ'তে এনেছিলো ফিরায়ে প্রিয়ারে
বিরহী প্রেমিক।
দুর্বল, ভঙ্গুর আমি, পঙ্গু, অসহায়,
কর্কশ, কঠিন।

নিজেরে যা দিতে পারি নাই—সেই ভালোবাসা
তোমাকে কী ক'রে দেবো ?
মোর মধ্যে রয়েছে যা—কলুষকালিমা—
তোমাকে তা দিতে পারি না তো !
তাই আমি নতশিরে ভিক্ষা করি শুধু
এতটুকু ভালোবাসা তব।

৩

অমিতা, তোমাকে যারা ভালোবাসে, যারা পেতে চায়—
কত তারা !
কত লোক !—কাছে এসে, পাশে ব'সে বলে দু-চারিটি মিঠে কথা ;
এ-জন কবিতা লেখে তোমার উদ্দেশে ;
সে-জন তুলিতে আঁকে তব মুখ ;
কেউ গায় গান তব চোখে চেয়ে।
কেউ ভালোবাসিয়াছে ভীরু দুটি ভুরুলতা তব,
কেউ তব কাঁকনের রিনিকিঝিনিকি ;
তব দুটি ঠোঁট হ'তে ধীরে-ধীরে ঝ'রে-পড়া মধুভরা কথা
কেউ ভালোবাসিয়াছে।—
তাদের শরীর শুচি, স্বপ্নে-ভরা চোখ,
সুন্দর স্বাস্থ্যের তৃষ্ণা তাদের অধরে,
অগাধ, অবাধ সাধ প্রণয়ের—তাহাদের প্রাণে।
কুৎসিত, কদর্য আমি, রুগ্ন মোর আঁখি—
আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসিয়াছি,
আমি ভালোবাসিয়াছি এতটুকু ভালোবাসা তব।
অমিতা, আমাকে তাও দিতে পারিলে না ?

৪

তাহাদেরে দিয়ো সব—যে-ই যাহা চায়।
কাহারে চকিত দৃষ্টি, দুটি ছোটো কথা কাহারে বা
যে-ই যাহা-কিছু চায়, তা-ই দিতে পারো ;—

আমাকে পারো না শুধু এতটুকু ভালোবাসা দিতে—
আমি যাহা চাই ?

৫

আমি কুশ্রী ; তাই মোরে বাসিবে না ভালো ?
অমিতা . তাহ'লে শোনো। তুমি তো জানো না, আমি জানি—
সকল কলঙ্ক মোর ধুয়ে যায়,
প্রাণের সকল ব্যাধি নিমেষে আরাম হ'য়ে যায়—
শুধু তুমি যদি ভালোবাসো একবার !
তুমি মোর মুক্তিস্নান ;
একবার তুমি মোরে গাহন করিতে দাও যদি,
উঠিয়া আসিবো তবে শুভ্র, সুস্থ, সবল, সুন্দর ;
হবো চির-জ্যোতিষ্মান
আকাশের নক্ষত্রের মতো।
অমিতা : তোমাকে যারা ভালোবাসে, তাহাদেরই মতো হ'তে পারি,
যদি তব ভালোবাসা পাই। তখন আমাকে
ভালোবেসে তৃপ্ত হবে, ধন্য হবে, হবে পুণ্যবতী।
অমিতা : তবু কি মোরে একবার ভালোবেসে দেখিবে না তুমি ?

৬

ভালোবাসা দিয়ে মোরে যোগ্য ক'রে লও তুমি, এ মোর প্রার্থনা।
ভুল ক'রে যদি ভালোবাসো একবার—
তবে পরে, চিরতরে মোরে ভালোবাসিতেই হবে—
মোরে ছাড়া আর কারে ভালোবাসিবে না।
যদি মোরে না-ই ভালোবাসিতে পারিলে—
কেমনে মুছিবে তবে অঙ্গের কলঙ্ক মোর, মনের গ্লানিমা ?
কী ক'রে তোমার যোগ্য হবো ?

৭

আর-কিছু নহে। শুধু, তুমি মোরে ভালোবাসো—
এই কথা ভাবিবার
অধিকার দাও যদি মোরে !

কী আছে তোমার মনে করিবো না বৃথা অন্বেষণ ;
অন্তরের অন্তরঙ্গ কথাটি তোমার
চাবো না জানিতে।
হৃদয়ফলকে তব মোর নাম লেখা নাই ? না-ই বা থাকিলো—
কে করে আক্ষেপ !
তবু তব চোখে চেয়ে একবার যদি মোর মনে হ'তে পারে—
সেই স্বচ্ছ, সুশীতল, কোমল কালোর কোলে,
রুপালি আলোর তলে,
টলমল করিতেছে মোর তরে ভালোবাসা, মোর তরে ভালোবাসা আরো-
তবে আমি বেঁচে যেতে পারি। সেই ছলনায় করি' ভর
মোর নবজন্ম হ'তে পারে।
নিদ্রাহীন অন্ধকার রোমাঞ্চিত করি',
সুখহীন শয্যা-'পরে ওষ্ঠাধর চেপে ধরি',
কহিবারে পারি যদি একবার আপনার কাছে—
'আমার অমিতা !'
—পরদিন উষা আসি' মোর বাতায়নে
পারিবে না চিনিতে আমাকে।
গত সন্ধ্যা দেখে গেছে হীনজন্মা পঙ্ককীট যেথা,
আজিকে প্রভাতে সেথা পদ্ম ফুটে আছে।…

না-ই বা বাসিলে ভালো ! অমিতা, ছলনা ক'রে তবু
এই কথা ভাবিবার অধিকার দাও যদি মোরে,
—তুমি মোরে ভালোবাসো—
তবে পরে, চিরতরে, মোরে ভালোবাসিতে পারিবে,
মোরে ভালোবেসে ধন্য হবে।

৮

অমিতা : তোমার কিছু ক্ষতি নাই, মোরে যদি দাও
এতটুকু ভালোবাসা।
সিন্ধু হ'তে অঞ্জলি ভরিয়া
কত আর জল নেবো ? সমুদ্র কি রিক্ত হ'য়ে যাবে—

আমি যদি এক মুঠো ফেনা নিয়ে যাই ?
আমি যদি মনে-মনে নিস্তব্ধ নিশীথে
মন্ত্রসম তব নাম করি উচ্চারণ
সুদৃঢ় বিশ্বাসে—
তোমার কী ক্ষতি ?
তুমি যদি মোর কাছে এসে একবার
মিথ্যা করি' কহো : 'ভালোবাসি'—
(পরক্ষণে ভুলে যাও—আমি রাখি মনে)
কিবা তব আসে যায় !
আমি শুধু আপনারে ফিরে পেতে চাই ;
জানি না উপায়। তুমি জানো, তুমি শুধু জানো
তাই আজ নতশিরে ভিক্ষা করি, করি অনুনয়।
একটি অস্ফুট মিথ্যা আমারে বাঁচায়ে দেয় যদি,
সে-মিথ্যার মহিমায় তুমি দেবী হবে।

৯

তাও নয় ? তবু নয় ? তাও মোরে দিতে পারিবে না ?
আমার জীবন আমি ভিক্ষা চাই ; তাও তুমি দেবে না আমায় ?
আমাকে রাখিবে ফেলে পঙ্কশয্যা মাঝে
চিরতরে ?
অঙ্গের কলঙ্ক মোর, মনের ম্লানিমা
মুছিতে দিবে না কভু ?
মোর দেবতার সাথে কভু করিবে না পরিচয় ?
মোরে ঘৃণা করি' শুধু দূরে ঠেলে রাখিবে সরায়ে—
মুদিবে নয়ন আমি কাছে এলে—
কণ্টকিয়া উঠিবে কুণ্ঠায় ?
এতটুকু ভালোবাসা—তা-ও,
তা-ও বুঝি দিতে পারিবে না ?
কেমনে ভুলিলে তবু, যদি ভালোবাসিতে কখনো,
কখনো করিতে যদি ভালোবাসিবার অভিনয়,
সকল কলঙ্ক মোর ধুয়ে যেতো তবে ;—

তোমা যারা ভালোবাসে—সুন্দর, সবল, সুস্থ,
উদার, অম্লান—
তাহাদেরই মতো হ'তে পারিতাম তবে।
নূতন করিয়া মোরে সৃজন করিতে পারো তুমি-
বিধাতার সৃষ্টিশক্তি আছে তব—
এ-গৌরব কেমনে ভুলিলে ?

১০

তাহ'লে আমার আর মুক্তি নাই ? এই পঙ্কমাঝে
কৃমিসম, কীটসম হীন প্রাণ হইবে বহিতে
চিরকাল ?
চিরকাল আপনারে ক'রে যেতে হবে ঘৃণা ;—আর কভু
জ্বলিবে না নেত্রে মোর স্বর্গের পিপাসা,
পৃথিবীতে আর মোর স্থান রহিলো না।···
এতটুকু ভালোবাসা ? খুব বেশি বুঝি ?
অমিতা, আমাকে তাও দিতে পারিলে না ?
অভিনয়, তাও বুঝি নয় ?···
বেশ, তাই হোক।

১৯২৮

অপর্ণার শক্র

কাল সন্ধ্যাবেলা যবে গিয়েছিনু তোমার ভবনে,
হাসিমুখে এসেছিলে কাছে।
তুটি স্নিগ্ধ বাহুলতা প্রসারিত করি' মোর পানে
হাসিমুখে এসেছিলে কাছে ;
ঈষৎ ফিরায়ে মুখ, মৃদুকণ্ঠে
কয়েছিলে, 'এসো, এসো—'
সহসা শিহরি' উঠি' মধুর লজ্জায়।
সুনীল বসনপ্রান্ত জড়ায়ে আঙুলে
কহিলে, 'বলো তো এলে কতদিন পরে ?
কী নিষ্ঠুর তুমি !
দগ্ধ দিন ম'রে যায় পশ্চিমের রক্তিম চিতায়,
বকুলশাখার ফাঁকে উঁকি দেয় সদ্যোজাত তারা,
সন্ধ্যা আসে মন্থর চরণে।
আমি ব'সে থাকি এই সোপানের 'পরে
প্রতি সন্ধ্যাবেলা।
পথ-পানে চেয়ে-চেয়ে ভাবি মনে-মনে,
ক্ষণে-ক্ষণে আসিছে সে মোর অভিমুখে ;
হৃদয়ের আন্দোলনে শুনি তার মৃদু পদধ্বনি।
ক্রমে রাত্রি গাঢ় হয়, ঝ'রে পড়ে বকুলের কলি
সুগন্ধে বিভ্রান্ত করি' তনুমন।
অবশেষে তারকার তরুশির-'পরে
কৃষ্ণা-সপ্তমীর শশী দেখা দেয়।
"তাহ'লে আজিকে আর এলো না সে !"—এই কথা কহি মনে-মনে—
অলস নিশ্বাসে মোর ঝ'রে পড়ে বকুলের কলি,
কেঁপে ওঠে পাতা।
তারপর শ্রান্ত মনে উঠে যাই—
হৃদয়ের আন্দোলনে তবু শুনি পদধ্বনি তার।
এমনি করিয়া মোর সন্ধ্যা কাটে রোজ,
এমনি করিয়া ব্যথা জ'মে ওঠে বুকে।'...

সহসা থামিয়া, মোর খুব কাছে আসি'
হাসিয়া চাহিলে মোর মুখে।
হাসি সে ভাঙিয়া গেলো সহস্র রঙিন ফুলে-ফুলে—
ফুটিলো রঙিন ফুল কণ্ঠে আর কোমল কপোলে,
ললাটে, চিবুকে, রাঙা আঙুলের কোণে।
একটু আদর বুঝি করেছিলে আশা,
আমি দিতে পারিনি তা।
তোমারে কী দেবো আমি? ভেবে হাসি পায়-
তোমাকেও দেয়া যায় কিছু!
তবুও হয়তো কিছু করেছিলে আশা,
একটু স্নেহের স্পর্শ, কিংবা তুটি কথা
অর্ধস্ফুট, অর্থহীন।
আমি ছিনু মূর্তিসম নিস্পন্দ, নিথর—
শুধু মোব আঁখিতারা হেসেছিলো।

অপর্ণা, আমাকে তুমি ভালোবাসো বুঝি!
ভালোবাসো, আর ভাবো মনে,
আমিও তোমাকে ভালোবাসি!
তাই মোরে জড়াইয়া বাহুলতিকায়
কয়েছিলে এত কথা মৃদুভাষে—
কাল সন্ধ্যাবেলা যবে গিয়েছিনু তোমার ভবনে।
ওগো মুগ্ধা, আজো মোরে পারিলে না চিনিতে কি তুমি?
আমি যে পরম শত্রু তব!
যত শত্রু আছে তব—ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, মৃত্যুশোক,
মোর মতো কেহ নহে নীরব, নিষ্ঠুর,
মোর মতো ছদ্মবেশে আসে নাকো কেহ,
কেহ নয় মোর মতো হিংস্র, ক্ষমাহীন।
এত কথা বোঝো তুমি, অপর্ণা, বোঝোনি এই কথা,
আমি চিরশত্রু যে তোমার!
যতদিন আছো তুমি, আর আছি আমি,
যতদিন সূর্য নাহি নিবে যায়,

কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ খ'সে নাহি পড়ে—
ততদিন তোমা লাগি' মুক্তি নাই, আর
ততদিন মোর তরে নাহিকো বিশ্রাম।
জীবনের প্রতিদিন প্রতি ক্ষণে, প্রতিটি নিমেষে
অদৃশ্য ছায়ার মতো রবো আমি তব সাথে-সাথে।
যখন রহিবে মোর পথপানে চাহি'
অদেহী প্রেতের মতো আসিয়া বসিবো তব পাশে,
ফেলিবো তোমার মুখে তুষার-নিশ্বাস।
ঈষৎ চমকি' উঠি' চাহিবে ফিরিয়া,
দেখিতে পাবে না মোরে।
নিষ্ঠুর আনন্দে আমি শিহরিবো উগ্র অট্টহাসে,
ভাবিবে, শুনিছো বুঝি পদধ্বনি মোর
তোমার বুকের মাঝে।
হৃদয়ের রক্ত তব ক্ষণে-ক্ষণে কবিবো শোষণ
কায়াহীন বুভুক্ষু অধরে।
অতৃপ্ত আত্মার মতো অজানিত অন্ধকাব হ'তে
শত-শত অমঙ্গল-বীজ বহি' আনি'
সঞ্চারিয়া দিবো তব বসন্তভুবনে।
ফুল তব ভস্ম হবে, শীর্ণ হবে শস্যের সম্ভার ,
তোমার আনন্দসুরা বিষ হ'য়ে যাবে মোর তিক্ত অক্ষিপাতে
তিলে-তিলে আমি তব মৃত্যু হবো,
নিঃশেষ করিবো তোমা নির্মম আশ্লেষ-নিপীড়নে—
শীতান্তে বসন্তে যথা দীর্ঘ-উপবাসী অজগর
চূর্ণ-চূর্ণ করি' ফেলে অরণ্যের ভীরু হরিণীরে
ক্ষুধিত বেষ্টনে।
আমি তব জীবনের একমাত্র ক্রূর অভিশাপ,
তোমাব জন্মের কালে মোর নাম লিখেছিলো বিধি
ললাটে তোমার।
যতদিন তুমি আছো, আর আছি আমি,
আমি আছি তব সাথে-সাথে—
অপর্ণা, একান্তে আমি শত্রু যে তোমাব!
তবু তুমি চেয়ে থাকো মোর পথ-পানে

প্রতি সন্ধ্যাবেলা—
তবু তুমি হাসিমুখে এসেছিলে কাছে,
কাল সন্ধ্যাবেলা যবে গিয়েছিনু তোমার ভবনে।

তোমার জীবনে আমি সর্বব্যাপী, গূঢ় অভিশাপ
তোমার বিবাহরাত্রে শুভদৃষ্টি-কালে
অর্ধ-উন্মীলিত নেত্রে চাহি' নব প্রিয়তম-পানে
হেরিবে আমারি আঁখি।
রাখিয়া শিথিল হাত কার হাতে—মন্ত্রমুখরিত সভাতলে
লভিবে আমার স্পর্শ।
তোমাদের শয্যা-'পরে যত ফুল ছড়াবে যতনে,
ফুটিবো তোমার গায়ে তারই মাঝে কাঁটা হ'য়ে আমি।
যুগল-শয়ন-'পরে তপ্ত তব রক্তের আগ্রহে
গাঢ়তম স্পর্শলোভে বাড়াইয়া বাহু
হিমস্পর্শ লভিবে আমার
মৃত্যুর চুম্বনসম।
আকাশের অন্তরালে অনাগত যারা
নামিবে কামনা হ'য়ে বক্ষোমাঝে তব
নবজন্ম-লাভ-আশে—
তাদেরে করিবো হত্যা অকাতরে।
তব বন্ধ্য জীবনের নিরানন্দ দারিদ্র্য হেরিয়া
হাসিবো পরম সুখে আপনার মনে।
তোমার উৎসবরাত্রে দীপদীপ্ত, প্রফুল্ল অঙ্গনে
হেরি' মোর মৃত্যুম্লান, বিষণ্ণ বয়ান
শুকাইবে অধরের হাসি;
স্নেহ-ঘেরা শান্ত গৃহ তব
মোর কৃষ্ণ ছায়াপাতে হ'য়ে যাবে কর্কশ, কঠিন।...
অপর্ণা, তোমার আর মুক্তি নাই, মোর আর নাহিকো বিশ্রাম,
যতদিন পৃথিবীতে আছো তুমি, আর আছি আমি,
যতদিন সূর্য নাহি নিবে যায়;
অদেহী ছায়ার মতো ততদিন আছি তব সাথে,
আছি তব মরমের মাঝে,

আছি তব অন্তরের গাঢ় অন্ধকারে ;
মোরে ছেড়ে কোথা যাবে তুমি ?
অপর্ণা, একান্ত আমি শত্রু যে তোমার।

এ-কথা জানিতে যদি, তবে আর হাসিমুখে আসিতে না কাছে
কহিতে না মৃদুস্বরে স্নিগ্ধ কথা,
ব্যগ্র বাহুডোরে মোরে বাঁধিতে না,
কাল সন্ধ্যাবেলা যবে গিয়েছিনু ভবনে তোমার।

১৯২৮

হে বিধাতা, আর-কিছু নহে

হে বিধাতা, আর-কিছু নহে—
হৃদয়প্রদীপশিখা নিত্য যেই রুক্ষ শোকে দহে,
চাহি না নির্বাণ তার। আনিয়ো না স্নিগ্ধ অশ্রুজল
বেদনার উগ্র শ্বাসে দগ্ধ মোর নয়নের কোণে।
আমার অঙ্গনে যেন আর নাহি ফোটে ফুল, না ফলে ফসল,
আমার সোনার সন্ধ্যা, প্রভাতে শ্যামল তৃণে শিহরিত শিশিরের কণা
মুছে যাক চিরতরে, কিছুমাত্র ক্ষতি মানিবো না।

তুমি মোরে দিলে নাকো সুখ।
আনন্দকোরক যবে হৃদ্‌বৃন্তে স্ফুটন-উন্মুখ,
নিষ্ঠুর নীহাররাশি নিক্ষেপিলে ধারাবরিষনে
লক্ষ্য করি' আমার হৃদয়। ফুল হ'য়ে ফুটিলো না
সুকুমার মুকুলের পল্লব-উৎসব।
তবু তোমা করিয়াছি ক্ষমা। তবু আমি কোনোদিন
করুণা কামনা করি' কাঁদি নাই, এ মোর গৌরব :
ম্লান মুখে করিনি মিনতি। জীবনের ঐশ্বর্যসঞ্চয়
তোমার চরণপ্রান্তে পুণ্যরূপে পণ্য করি' করিনি অর্পণ।
জানায়েছি শুভ ধন্যবাদ—
মোর কণ্ঠে দিয়েছো যে-গীতসুধা—সে তোমারই পরম প্রসাদ।

হে বিধাতা, আর-কিছু নয়—
সবিতার দীপ্তি-সম কবিতার স্বপ্ন মম হউক অক্ষয়!
বেদনাবারিধি মথি' জীবনের বন্ধ্য উপকূলে
জিনিবারে পারি যদি কলালক্ষ্মী—তবে সব দুঃখ যাবো ভুলে'।
দীর্ণ করি' কৃষ্ণ ঘন মেঘপুঞ্জ—বিস্ফুরিয়া ওঠে যথা বিদ্যুৎ-ব্রততী,
মন্থর ঘুমন্ত মেঘে দগ্ধ করি' ফোটে যথা প্রভাতের জ্যোতির প্রণতি,
ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আপনার দুর্নিবার গতিবেগে গড়ে যথা গ্রহে—
তেমনি বেদনাসিন্ধু অক্লান্ত মন্থনে যেন উদ্গারিয়া তোলে শুধু মণি।
দারুণ পীড়নে মোর ক্ষীণ কণ্ঠ দীর্ণ করি' বাহিরাক অপরূপ ধ্বনি

অস্থিমজ্জারক্ত মোর নির্মম নিষ্পেষ-ভরে বিনিঃশেষে ধ্বংস ভ্রংশ করি'
জন্ম যেন লাভ করে মর্মকোষে কবিতার কুসুমমঞ্জরী।
যে-কথা শোনেনি কেহ কোনোদিন—সেই শব্দ দৈববাণী হেন
আকাশ বিদীর্ণ করি' ছন্দের চরণভরে আমারই অধরে নামে যেন।
গানে-গানে আপনারে দান ক'রে যেতে চাই শুধু—
হে বিধাতা, আর-কিছু নহে!

১৯২৮

মোহমুক্ত

দেখিলাম, থাকে না কিছুই।
হাওয়ায় হারায়ে যায় সুগন্ধি নিশ্বাস আর কেশগন্ধভার,
অন্তহীন অন্ধকার শুষে লয় ক্ষণচ্ছটা অক্ষিতারকার।
উচ্ছৃঙ্খল কলরোলে চকিতে মিলায়ে যায় অর্ধস্ফুট বাণীর শিহর,
ঘন অরণ্যের মর্মে অলক্ষিতে ম'রে যায় ভীরু বনলতার মর্মর।
বুঝিলাম, কিছু সত্য নয়।
প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি, হৃৎপত্রে প্রেমের স্বাক্ষর—
জলের চিহ্নের মতো সব ধুয়ে-মুছে যায় একদণ্ড পর।
মধ্যরাত্রে শয্যাপ্রান্তে যত সাশ্রু প্রার্থনার সুন্দর বেদনা—
বিদীর্ণ হৃদয়ে তাহা আনে না শান্তির স্পর্শ, শীতল সান্ত্বনা।
যত উচ্ছ্বসিত কান্না আকুলিয়া ভেঙে দেয় নয়নের কূল—
তাহাও শুকায়ে যায়; মনে হয়, তাও যেন ভুল।
যে-প্রেম ফুলের মতো গোপনে ফুটিয়া ওঠে রাঙিয়া লজ্জায়—
স্পর্শমাত্রে ঝ'রে প'ড়ে যায়।
যে-স্বপ্ন মেঘের মতো মনের নয়ন-'পরে গাঢ় নীলাঞ্জন দেয় মেখে,
মৃত্তিকার মলিনতা দৃষ্টি থেকে নিত্য রাখে ঢেকে,
উন্মাদ ঝটিকা এসে ছিঁড়ে ফেলে দেয় তারে শতখণ্ড ক'রে
স্বপ্নসৌধ খ'সে ধ্ব'সে পড়ে।
যে-ব্যথা জড়ায়ে থাকে সর্ব অঙ্গে, সর্ব প্রাণে-মনে;
যাহারে রাখিতে হয় নিতান্ত গোপনে
কুমারীর প্রেমের মতন;—
তাহাও ফুরায়ে আসে, তাও ছেড়ে চ'লে যায় মনের অঙ্গন।
দেখিলাম, থাকে না কিছুই:
তোমরা যাহাই বলো, আমি জানি কিছুই থাকে না,
পলকে শুকায়ে যায়—সবই যেন সাবানের ফেনা,
রঙিন বুদ্বুদ উঠি' ক্ষণিকে ভাঙিয়া পড়ে, চকিতে মিলায়—
হাতে ধ'রে রাখা নাহি যায়।
যত মান-অভিমান—সব মিথ্যা, সকলই ছলনা,
স্মৃতির সঞ্চয়সাধ শূন্য প্রবঞ্চনা।

আকাশে ফোটে না ফুল, ফসল ফলে না কভু বন্ধ্য সিন্ধুনীরে,
নিরাশ্রয় স্মৃতিলতা কভু বেঁচে নাহি র'বে বাতাসেরে ঘিরে।
দেখিলাম, থাকে না কিছুই।
স্বপন ভাঙিয়া যায়; অশ্রুজল—তাহাও শুকায়,
বেদনারও মৃত্যু আছে, তপস্যার বহ্নি নিবে যায়
নিষ্ঠুর বাত্যায়।

শুধু থাকে অমর কামনা।
যত কলঙ্কের দাগ—পাষাণে লেখার মতো সব লেগে থাকে,
পঙ্কের কলুষ-অঙ্ক—ধুয়ে নাহি ফেলা যায় তাকে।
চুম্বনের তিক্ত বিষ সঞ্চিত করিয়া রাখে অধরের ফণা,
ফেনিল রক্তের স্রোতে নিয়ত আলোড়ি' ওঠে গূঢ় উন্মাদনা;
আশ্লেষ-আবেশ-তৃষ্ণা, উষ্ণতনু-আস্বাদনে আনন্দ-আশ্বাস
প্রতি সূক্ষ্ম রোমকূপে নিবন্তর তোলে কী উচ্ছ্বাস!
স্তনাগ্রচূড়ার স্পর্শ কনিষ্ঠার ক্ষীণ প্রান্তভাগে
মদির শিহরসুখে ক্ষণে-ক্ষণে জাগে।
একমাত্র কামনা অমর;—
এই দেহ সত্য শুধু, সত্য এই রক্তের পিপাসা,
স্বপ্ন সে ভাঙিয়া যায়, ভুল হ'য়ে যায় ভালোবাসা—
দূর তারকার তরে দুরূহ দুরাশা।

তাই আজ মুক্তকণ্ঠে আমন্ত্রণ করি তোমা, হে সুন্দরী নারী,
সকল বিক্ষোভ আজ অতিরিক্ত সুরাসম ফেলেছি উদ্গারি'।
নাহিকো সংশয় আর;—এতদিনে আমি বুঝিলাম—
ওগো নগ্নদেহা নারী—তোমার কী দাম!
কবির কল্পনা নহ, চিরন্তন অশ্লীলতা তুমি বিধাতার,
অনঙ্গবিহারভূমি, তুমি মূর্তি মর্ত কামনার।
আব-কিছু চাহি নাকো;—জানি, জানি, চক্ষে তব নাহি স্বর্গজ্যোতি-
তপ্ততনু নিঙাড়িয়া পরিতৃপ্তি ঢেলে দাও, হে জন্ম-অসতী!

কারো তরে স্নেহ নাই, সকলেরই 'পরে মোর লোভ,
সবারে ডাকিবো কাছে, কারো তরে করিবো না ক্ষোভ।

যদি কেহ না-ই আসে, অবহেলি' দূরে স'রে যায়—
করিবো না দণ্ড ক্ষয় তার লাগি' কাঁদিয়া বৃথায়।
যাহারা আসিবে কাছে, অনায়াসে বুকে লবো তুলে,
আছাড়ি' পড়িবো বেগে খরধার দেহ-উপকূলে :—
তারপর নিঃশেষিত দেহপাত্র তার—বহুদূরে
হাস্যমুখে ফেলে দেবো ছুঁড়ে।
একেরে চাহি না তাই ; এসো কাছে, পৃথিবীর সকল সুন্দরী,
বিষতৃষ্ণা নিবারিবো তোমাদের তীব্র দেহমদ্য পান করি'।
আনিয়ো না আর-কিছু, শুধু আনো প্রস্ফুট যৌবন,
মলিন গোলাপসম গাত্রবর্ণ উদ্ভাসিয়া উঠেছে বসন।
মসৃণ, চিক্কণ ত্বক্, ওষ্ঠাধরে প্রবল উত্তাপ,
পদতটে পদ্মগন্ধ, বাহুডোরে মদির প্রলাপ।
আর-কিছু চাহি না, সুন্দরী,
সুন্দর তোমার দেহ গণ্ডূষে লইবো পান করি'।
আর-কিছু নাহিকো তোমার ;—
ক্ষণিকের উত্তেজনা—তা-ই দাও—হলাহল ঢালো অনিবার।
জানি, তব আর-কিছু নাই ;
শরীর সর্বস্ব তব—দাও তবে, দাও মোরে তা-ই—
বুঝিয়াছি, কিছুই থাকে না।

১৯২৮

মানুষ

১

যেখানে পেতেছে কাম আপনার স্বর্ণ-সিংহাসন,
রক্তবর্ণ পক্কফল ঝুলে রয় যে-কল্প-উদ্যানে ;—
যেথায় স্ফুরিছে নাসা কটিলগ্ন স্বেদের আঘ্রাণে,
বাতাসে ভাসিছে যেথা জন্মবীজ, রতি-সম্মোহন
আমি সেথা গিয়েছিনু সন্ধ্যাবেলা—প্রলুব্ধ, অস্থির,
আসঙ্গ-বাসনা-পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক .
সারঙ্গ-সংগীত-স্বনে শিহরিছে উৎসব-উৎসুক
হেমচ্ছটাবিচ্ছুরিত বাতায়ন প্রতি পণ্যস্ত্রীর।
মদ্যফেনাতীব্রগন্ধ কী আনন্দে পশিলো রুধিরে!
উজ্জ্বল বসনবর্ণ, বিষবাষ্প উত্তপ্ত নিশ্বাস,
কৃত্রিম-রক্তিম ওষ্ঠে লালসার বলিষ্ঠ বিলাস
আমারে ডাকিয়া নিলো তরঙ্গিত দেহগঙ্গানীরে।
সেখানে আকাশ নাই, তারা সেথা কখনো ফোটে না,
কটুগন্ধ অন্ধকাবে শুধিলাম বিধাতার দেনা।

২

বাহিরিয়া এনু পথে। কণ্ঠ ঠেলি' জঘন্য ন্যক্কার
উঠিছে ব্যাকুল বেগে মর্মান্তিক আত্ম-অপমানে ,
বিতৃষ্ণা—বিষাক্ত সর্প রক্তস্রোতে ক্রূর ফণা হানে,
নির্মম ঘৃণার কশা মর্মমূল করিছে প্রহার।
আমি যে করেছি পান ব্যগ্র কণ্ঠে এই উগ্র সুরা—
মোরে দিয়ে বিধাতার এই শুধু ছিলো প্রয়োজন ;
স্রষ্টা শুধু এই চাহে, এ-বীভৎস ইন্দ্রিয়মিলন—
নির্বিচারে প্রাণীসৃষ্টি ক'রে থাকে যেমন পশুরা।
মোর তিক্ত চিত্ত ঠেলি' উঠিছে যে-ব্যাকুল প্রার্থনা
স্বপনসঞ্জাত সেই সুন্দরের, সুদূরের তরে—
বিধাতা শোনেনি তাহা। পিপাসার্ত আমার অন্তরে
ভ্রমক্রমে কখনো সে পাঠায়নি সান্ত্বনার কণা।

শিশির—তারকা-অশ্রু, বুঝিলো না এ-জ্বালা দুঃসহ,
কোনো আশা নিয়ে কভু আসে নাই স্নিগ্ধ গন্ধবহ।

৩

অন্ধকার শূন্যগৃহে জ'মে আছে বিষণ্ণতা-রাশি।
পদশব্দ শুনে কেহ সচকিয়া ডাকিলো না নাম,
কেহ আসিলো না কাছে। নিজে হাতে দীপ জ্বালিলাম,
কর্কশ আলোকপাতে গৃহতল উঠিলো উদ্ভাসি'।
সহসা পড়িলো চোখে এক কোণে মোর গ্রন্থগুলি,
সারি-সারি ব'সে যেন আছে সবে মোর প্রতীক্ষায় ;—
কেহ ছিন্ন নগ্নগাত্র, কেহ দীপ্ত সুদৃশ্য শোভায়,
যত্নহীন উপেক্ষায় কারো অঙ্গে পড়িয়াছে ধূলি।
সম্ভাষিনু তাহাদেরে সিক্ত চিত্তে সস্নেহ আদরে,
মোর হস্তস্পর্শ পেয়ে মূক পত্র হ'লো যে মুখর ;
অন্তরঙ্গ বন্ধু যেন ;—কত প্রশ্ন, প্রগাঢ় উত্তর,
বহু পুরাতন প্রেম উচ্ছ্বসিত নববেগভরে।
যে-কথা কহেনি কভু তারা কিংবা দক্ষিণা বাতাস,
শুনিলাম ইহাদের মুখে সেই উজ্জ্বল আশ্বাস।

৪

শুনিনু, মানুষ শুধু জীবসৃষ্টিযন্ত্রমাত্র নহে,
ক্ষুদ্র খর্ব পশুসম ক্ষীণজীবী নহে তার প্রাণ ;
বিধাতারও চেয়ে বড়ো—শক্তিমান, আরো সে মহান,
নিজেরে নূতন করি' গড়িয়াছে আপন আগ্রহে।
এ-জীর্ণ পাতার স্পর্শ নারীমাংস চেয়ে সুখকর,
মলাটে ধূলির গন্ধ—মুখমদ্য তার তুল্য নয়,
গ্রন্থের অক্ষয় গ্রন্থি—পরিপূর্ণ, প্রবল প্রণয়,
এই প্রেমে সমাসীন স্বপ্নলব্ধ পরমসুন্দর।

হেরিতেছি একসঙ্গে শত শিল্প, সংগীত কবিতা,
কারুকার্য, চারুকলা, মাধুর্যের নাহি পরিসীমা।
বিধির বিধান লঙ্ঘি' মানুষের জ্বলন্ত মহিমা—
ব্রহ্মাণ্ড-অম্বর-মধ্যে অনির্বাণ গৌরবসবিতা।
আমি যে রচিবো কাব্য, এ-উদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার।
তবু কাব্য রচিলাম। এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।

১৯২৮

প্রথম বসন্তে মৃগী করে যথা গাত্রকণ্ডূয়ন
কৃষ্ণসার-শৃঙ্গ-'পরে, প্রথম যৌবনে তাহারাও
তেমনি বিবাহ করে, ইন্দ্রিয়ের হীন প্রয়োজনে
বধূদের করে ব্যবহার। শয্যাকক্ষে একনিষ্ঠতায়
সীতার সতীত্বশিক্ষা; সন্তানের বহুবচনতা
সাবিত্রীর সুপবিত্র প্রেমের লক্ষণ। ক্ষুদ্র এরা—
দুর্বল অঙ্গুলি মেলি' যাহা পায় তা-ই কাছে টানে,
পাছে ছুটে খ'সে যায়, প্রাণপণে রহে আঁকড়িয়া—
কপট বিধির জোরে সবই তারা করে অধিকার,
আমরণ উপস্বত্ব ভোগ করে। তারা ম'রে যায়—
সিন্ধুর ফেনার মতো একবার উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
ভাঙিয়া হারায়ে যায়—চিহ্নমাত্র থাকে না তাদের।

তুমি আর আমি, বন্ধু—আমাদেরও জীবনের নদী
মৃত্যুর সমুদ্রে মিশিয়াছে। তবু জানি, যতদিন
বাসুকির ফণা নাহি ভেঙে পড়ে পাপের প্রহারে,
আমরা রহিবো ততদিন। না, না—নহে কবিযশ,
মহান কাব্যের বুকে নহে সে নামের অমরতা।
তুমি আর আমি জানি—তার চেয়ে ভালো কে বা জানে?-
রবীন্দ্র ঠাকুর শুধু আজি হ'তে শতবর্ষ পরে
কবিরূপে রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক,
প্রথম ঈশ্বর বালকের, বৃদ্ধের যৌবনঋতু,
সকল শোকের শান্তি, সব আনন্দের সার্থকতা,
শক্তির অশেষ উৎস, জীবনের চিরাবলম্বন।
কালের কীটের দন্ত ততদিনে করেছে দংশন
মোদের রচনা। বিশাল স্রোতের বুকে লোষ্ট্র-সম
ডুবে গেছে আমাদের নাম। আমরা হারায়ে গেছি
অসীমের জনারণ্যে।

কিন্তু যেই আত্মার আলোক
বহু-জন্ম-পুণ্যফলে জ্বলেছিলো আমাদের চোখে—
যুগ হ'তে যুগান্তরে মৃত্যুহীন যার অভিসার,

যাহার পরশ পায় শতাব্দীতে দুই-চারি জন,
সহস্রে উপেক্ষা করি' একটি কবির মর্মমূলে
বাঁধে বাসা ; যাহারে দেখেছি মোরা শেলির নয়নে,
মুক্ত প্রমিথিয়ুসের নূতন পৃথিবী-রচনার
স্বপ্নে যার পড়েছে প্রভাব—সে-আলোক কোথা যাবে ?
এ-দেহের হবে ক্ষয় ; আমাদের অক্ষর-বিন্যাস
রহিবে না (শেলির হৃদয় ছিলো, সুরকণ্ঠ তাঁর
ছিলো না মোদের) ; কিন্তু যেই বিরল জ্যোতির রেখা,
শুভ্র আলোকের কণা এ-বারের এ-জন্মের মতো
লভেছিনু, তার দীপ্তি কভু নিবিবে না, তার গতি
যুগ হ'তে যুগান্তরে অবিরাম চলিবে বহিয়া,
নব-নব কবিদের জন্মক্ষণে নামিবে আবার—
বিধাতার স্তুতিলেখা জ্বালি' দিবে তাঁদের ললাটে ;
তোমার, আমার স্পর্শ তারই সাথে লভিবেন তাঁরা।

সে-আলোক লভিয়াছি, মোরা কবি। এই বসুন্ধরা
আমাদের যোগ্যা নহে। পদতলে দরিদ্রা পৃথিবী
চিরদিন করুক মিনতি ; মোরা তারে চাহিবো না।
মোদেরে করিবে লুব্ধ—কী তাহার আছে বা এমন ?
খনি হ'তে স্বর্ণ এনে বিনিঃশেষে করুক উজাড়,
সিন্ধু হ'তে মণিমুক্তা, বৃক্ষ হ'তে পক্ক ফলরাশি,
লক্ষ-লক্ষ মাতা-ধেনু, হেমন্তের মাঠ-ভরা ধান,
পুষ্প হ'তে নব মধু, দ্রাক্ষা পিষি' মধুর মদিরা,
কীটের শ্মশান-সম সুখস্পর্শ রেশম-অংশুক—
মোরা চাহিবো না কিছু। জিজ্ঞাসিবো : 'আর-কিছু নাই ?'
'আর-কিছু নাই মোর ; এই সব। এই উপহারে
সর্বকালে, সর্বলোকে রাজাদের সন্তোষ সঞ্চার
করিয়াছি।'
'মোরা কবি, আমাদের সম্ভোগ-পিপাসা
তুমি পারিবে না মিটাইতে !' আমরা করিবো পান
লবণাক্ত, স্বেদসিক্ত, অন্তহীন দুঃখের আকাশ।

সঞ্চয় মোদের নহে ; কৃপণের কামার্ত গৃধ্নুতা
মোরা ঘৃণা করি। ঘৃণা করি সুমসৃণ আরামের
তৈলাক্ত, বিপ্লব তৃপ্তি। ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক প্রসাদ,
সুখান্বেষী পশুধর্ম নহে আমাদের। এ-নিখিলে
আমাদের উপভোগ্য কিছু নাই, কিছু নাই আর—
শুধু আছে স্নেহহীন, অন্তহীন দুঃখের আকাশ।

আর নারী ? আমরা ভালোবাসিতে পারি, হেন নারী
আছে কি মরতে ? অমিতর লাবণ্য কি স্পর্শ করে
ধরণীর ধূলি কভু ? সুচরিতা কভু জন্ম নেয়
মর রমণীর গর্ভে ? দেখিতে কি আশা করো, সখা,
পরিষ্কার সূর্যালোকে গডুইন-দুহিতারে কভু ?
অথবা বিস্মৃতপ্রায় পুরাতন মধ্যযুগ হ'তে
উঠে এসে কখনো কি দাঁড়াইবে সম্মুখে তোমার
আবেলার্দ-প্রিয়া ? ব্যারেট কখনো এসে ভালোবেসে
আঙুল বুলায়ে দিবে তব রুক্ষ কেশগুচ্ছ-মাঝে ?
প্রতীক্ষা করিবে কার ? কাহারে করিবো ধন্য মোরা
প্রেম দিয়ে ? নির্বোধ নারীর পাল, স্থূল মাংসস্তূপ,
শরীরসর্বস্ব, মূঢ়। চর্ম-সাথে চর্মের ঘর্ষণ
একমাত্র সুখ যাহাদের, সন্তানেরে স্তন্যদান,
উচ্চতম স্বর্গলাভ—তাহারা কী বুঝিবে প্রেমের ?
তাদেরে চাহি না মোরা, আমরা তাদের তরে নহি।
আমাদের তরে নয় প্রণয়ের সুলভ নবনী,
বারেক স্পর্শিলে যার চিহ্নমাত্র রহে নাকো বাকি।
বিম্বাধর, কৃশ কটি, করভোরু, প্রশস্ত জঘন,
আশ্চর্য যুগলস্তন, কৃষ্ণকেশ আমধ্যলুণ্ঠিত,
কুসুমকোমল ত্বক্ আরক্ত মাংসের আচ্ছাদন,
মধুরাত্রে রতিক্রীড়া জ্যোৎস্নাধৌত পুষ্পশয্যা-'পরে—
সে নহে মোদের, বন্ধু। উহাদের দেহবিপণিতে
মোরা ক্রেতা নহি ; দেহশ্মশানের ভস্ম অঙ্গে মাখি'
অনঙ্গের করি নাকো স্তব। অদেহিনী, প্রাণ-উদ্বোধিনী
আমাদের প্রিয়তমা অগ্নিকল্পা কবিতা-কল্পনা,—

যারে করেছিলো চুরি স্বর্গ হ'তে রাজদ্রোহী কবি,
দুঃখের আকাশে মোরা পান করি যার প্রেরণায়।

মোরা উর্ণনাভ নহি, রচি নাকো স্বার্থের বাগুরা
নিজেদের চারিদিকে। মোরা মুক্ত সিন্ধুবিহঙ্গম ;
সমুদ্রের এক প্রান্তে তুঙ্গ শৃঙ্গ তুষারধবল,
সেখানে মোদের বাসা। অন্য তট দেখা নাহি যায় ;—
যতদূর দৃষ্টি চলে, অনুর্বর, ধূসর বারিধি
প'ড়ে আছে দিগন্তবিস্তৃত ; ঊর্ধ্বে জাগে মহাব্যোম।
বাতাসে ধারালো শীত, চারিদিকে কঠিন নীহার,
অস্পষ্ট মেঘের রেখা বহু নিম্নে দেখা যায় ;—
পরিচ্ছন্ন, সুতীক্ষ্ণ আকাশ। সেখানে মোদের বাসা—
ধরণীর বহির্লোকে, মানুষের দৃষ্টি-অন্তরালে।
মোরা সিন্ধুবিহঙ্গম, মুক্তপক্ষ, স্বচ্ছন্দবিহারী ;—
মানুষ ছাখে না কভু যে-আকাশ, আমরা সেথায়
রচিবো অদৃশ্য চক্র দীর্ঘ পক্ষ করিয়া বিস্তার।
পৃথিবীর মানচিত্রে যে-সমুদ্র কখনো লেখেনি,
আমার করিবো নৃত্য তরঙ্গারোহণ করি' তার।
ক্লেশসহ দৃঢ় প্রাণ, শঙ্কাহীন, শতমৃত্যু-জেতা,
আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা, কুণ্ঠা তারে কভু স্পর্শিতে পারে না,
দুর্বল করে না ভয়, মোহ তারে করে না মলিন।
সেই প্রাণ আমাদের ;—কবিতা সে আমাদের প্রিয়া,
তাহার নির্মম প্রেমে উঠিবে জ্বলিয়া প্রাণ-মন
সংগীতের অগ্ন্যুৎপাতে। দেহ আর দেহ নয় যেন,
বিকাব, বিক্লম, ব্যাধি—কিছু নাই, কিছু নাই আর,
অমৃতপরশ পশে ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বাতায়নে।
সেই প্রেম নব-নব দুঃখ দেবে তীব্র, নিদারুণ ;—
মহান দুঃখের বর লভিলাম, মোরা ভাগ্যবান !
মোরা তার নির্বাচিত, দুঃখ হ'তে দুঃখান্তরে তাই
আমাদের হাত ধ'রে নিয়ত সে করিবে ভ্রমণ।
আমাদেরই হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হবে জ্বলন্ত শলাকা—
তাই বড়ো ভাগ্য গণি। নহিলে কি করিতাম লাভ

আকাশবিস্তৃত প্রাণ, উদার, উন্মুক্ত অজস্রতা,
স্বপ্নসমুজ্জ্বল পরমায়ু ? মোদের তপস্যা-ফলে
নূতন গগনাঙ্গনে নবজন্ম লভিবে পৃথিবী।
এসো, এসো, এসো তুমি ওই রুদ্ধ অন্ধকার হ'তে,
ওই শোনো দূর হ'তে আমাদেরে ডাকিছে কাহারা।

কোরো না দেরি।
উঠিবে ধুলার মেঘ
গগন ঘেরি'।
কবে যে গিয়েছে ম'রে
এই ধরণী,
কাঁদিছে তাহার তরে
মৃত কবিরা—
বসিয়া মাটির ঘরে
তুমি শোনোনি ?

নিশি গভীরা,—
ধরণী, বিবশা মৃতা
রয়েছে পড়ি',
এখনি জ্বলিবে চিতা
তাহারে ঘিরে,
কবিরা চোখের জলে
গিয়েছে ফিরে,
আগুনে জ্বলিবে রাঙা
এ বিভাবরী।

কোরো না দেরি।
উঠিবে চিতার ধূম
গগন ঘেরি'।
এসো গো, এসো গো এই
পরম ক্ষণে,
নিয়ে এসো আলো তব
দুই নয়নে।
ধরণী উঠিবে বেঁচে
তোমারে হেরি'।

ডাকিছে, ডাকিছে ওরা, শুনিলে তো? কী দিবো উত্তর?
পৃথিবী গিয়েছে ম'রে, মোরা তাকে বাঁচাইবো ফিরে।
মোদের নয়নে আছে যে-বিরল আলোকভাণ্ডার,
সে-ই মৃতসঞ্জীবনী, তারই স্পর্শে বাঁচিবে ধরণী।
চলো, চলো ছুটে যাই, এই খর্ব, ক্ষুদ্র সংসারের
অসংখ্য নিগড় ভাঙি' সুমহান দয়াহীনতায়;—
সব যাক, ভেসে যাক, সংশয়ের নাহিকো সময়—
না-হয় মরিবো মোরা, তবুও তো বাঁচিবে পৃথিবী।
কাঁপিছে অধর তব;—উচ্চারিছো উৎসুক উত্তর?
পৃথিবীর নবজন্ম-গান শুনি ব্যগ্র রুদ্ধশ্বাসে।

কোরো না মানা—
আলোক আমার চোখে
দিতেছে হানা।
এনো না চোখের জল,
এনো না হাসি,
ফেলো না পথের 'পরে
কুসুমরাশি।
ঐ যে আকাশ-তল
উঠিছে জেগে,
যাবে যে এখনি তায়
আগুন লেগে।
রাতের পুবালি বায়
ফিরিছে কেঁদে,
রেখো না, রেখো না মোরে,
রেখো না বেঁধে।

স্বপন-ঘোরে
এসেছে বারতা কোন
আমার প্রাণে।
নিঝুম ঘুমের বন
উঠিছে ন'ড়ে,
ধরণী মরিয়া গেছে
কবে কে জানে—

তাই তো খুঁজিছে ওরা
ডাকিছে মোরে—
উদার আঁধার-ভরা
আকাশ-তলে
ধরণী পড়িয়া আছে
মরণ-ছলে।

কোরো না মানা—
দুরাশা আমার বুকে
দিতেছে হানা।
কবিরা করেছে শোক
অশ্রুভারে,
ছাঁয়ায়ে আমার চোখ
বাঁচাবো তারে।
পৃথিবী উঠিবে জেগে
চির-অজানা।

দাও, তব হাত দাও মোর হাতে ;—কর্কশ, কঠিন
তোমার হাতের মাঝে আমার দক্ষিণ কর নাও ;
হাতে হাত রাখি' মোরা একসাথে এই কথা কবো—
'অঙ্গীকার করি' মোরা ছাড়িলাম সর্ব-অধিকার
এই পৃথিবীর 'পরে। বিধাতার নির্বাচিত মোরা,
কবিতা মোদের প্রিয়া ;—আমরা চাহি না সিংহাসন,
চাহি না সহস্র নারী ;—মোরা চাই উদার জীবন,
উদার জীবন ভরি' ধ্যানের প্রসন্ন একাগ্রতা।
আমাদের তপস্যায় পৃথিবীর নবজন্ম হবে—
সে-পৃথিবী আমাদের।'

তা-ই হোক, বন্ধু, সখা, প্রিয়।

১৯২৯

প্রেমিক

নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে কুৎসিত কঙ্কাল-
(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী—
জানি, সে কিসের মূর্তি। নিঃশব্দ, বীভৎস এক রুক্ষ অট্টহাসি—
নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা।
নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে সেই
কঠিন কাঠামো ;
হরিণ-শিশুর মতো করুণ আঁখির অন্তরালে
ব্যাধিগ্রস্ত উন্মাদের দুঃস্বপ্ন যেমন।

তবু ভালোবাসি।
নতুন ননীর মতো তব তনুখানি
স্পর্শিতে অগাধ সাধ, সাহস না পাই।
সিন্ধুগর্ভে ফোটে যত আশ্চর্য কুসুম
তার মতো তব মুখ, তার পানে তাকাবার ছল
খুঁজে নাহি পাই।
মনে করি, কথা ক'বো : আকুলিবিকুলি করে কত কথা রক্তের ঘূর্ণিতে ;
(ওগো কঙ্কাবতী !)
বারেক তাকাই যদি তব মুখ-পানে,
পৃথিবী টলিয়া ওঠে, কথাগুলি কোথায় হারায়,
খুঁজে নাহি পাই !
দূর থেকে দেখে তাই ফিরে যাই ; (যদি কাছে আসি,
তব রূপ অটুট র'বে কি ?)
ফিরে চ'লে যাই।
দূর থেকে ভালোবাসি দেহখানি তব—
রাতের ধূসর মাঠে নিরিবিলি বটের পাতারা

টিপটাপ শিশিরের ঝরাটুকু
যেমন নীরবে ভালোবাসে।

মোরে প্রেম দিতে চাও? প্রেমে মোর ভুলাইবে মন?
তুমি নারী, কঙ্কাবতী, প্রেম কোথা পাবে?
আমারে কোরো না দান, তোমার নিজের যাহা নয়।
ধার-করা বিত্তে মোর লোভ নাই; সে-ঋণের বোঝা
বাড়িয়া চলিবে প্রতিদিন—
যতক্ষণ সেই ভার সর্বনাশ না করে তোমার।
সে-ঋণ করিতে শোধ দ্রৌপদীর সবগুলি শাড়ি
খুলিয়া ফেলিতে হবে।
সভামধ্যে, মোর দৃষ্টি-'পরে
নিতান্ত নিরাবরণা, দরিদ্র, সহজ
তোমাকে দাঁড়াতে হবে; রহিবে না আর
রহস্যের অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রজাল।

বরং প্রেমের ভান করিয়ো না—সেই হবে ভালো:
দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হবো
তবু মুগ্ধ হবো।
না-ই বা চিনিলে মোরে। আমি যদি ভালোবেসে থাকি,
আমিই বেসেছি।
সে-কথা তোমার কানে নানা সুরে জপিতে চাহি না;—
আমার সে-ভালোবাসা—তুমি তারে পারিবে না কখনো বুঝিতে

তবু ধরা যাক।
ধরা যাক, তুমি মোরে স্থাপিয়াছো হৃদয়ের মণির আসনে,

তুমি—আমি—দু-জনেরই সুদৃঢ় বিশ্বাস,
তুমি মোরে ভালোবাসো।
সেই অনুসারে মোরা চলিফিরি, কথা কই, হাতে হাত রাখি ;
লাল হ'য়ে ওঠো তুমি—অনেক লোকের মাঝে চোখে চোখ পড়ে যদি কভু,
লাল হ'য়ে উঠি আমি—পাশের লোকের মুখে তব নাম শুনি কভু যদি ;
আমার মুখের 'পরে চুলগুলি আকুলিয়া দাও—
সেই গন্ধে রোমাঞ্চিয়া ওঠে বসুন্ধরা।

আরো কহিবো কি ?
ননীর শরীর তব যেমন রেখেছে ঢেকে কুৎসিত কঙ্কাল ;
তেমনি তোমাব প্রেম কোন প্রেতে কবিছে গোপন—
তাহা কহিবো কি ?
আমার দুর্ভাগ্য এই, সকলি জেনেছি।
মোর কাছে এসে আজ যে-অঞ্চল টানি' দাও সুন্দব লজ্জায়,
জানি, তাহা শ্লথ হবে কোনো-এক রাতে ,—
(তখন কোথায় আমি ?)
যে শঙ্কার শিহরন তব দেহ-লাবণ্যেরে মোব কাছে করেছে মধুর,
(ওগো কঙ্কাবতী—
মধুর ! মধুর !)
জানি, তাহা থেমে যাবে ধূসর প্রভাতে এক, যবে চক্ষু মেলি'
পার্শ্বস্থ জানুর দৃঢ় আকুঞ্চন থেকে
আপনার কটিতট নেবে মুক্ত করি'।
অনিশ্চিত ভয়ে ভরা ভবিষ্যৎ-তরে
যে-উৎকণ্ঠা নিত্য হানা দেয়
তোমারে, আমারে ;—
আমাদের মিলনেব পরিপূর্ণতম মুহূর্তটি
যে-ব্যথায় টনটন ক'রে ওঠে ;—
তব কোলে মাথা রেখে চুলগুলি নিয়ে যবে আঙুলে জড়াই,
তখন যে-বেদনায় হেরি তোমা দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ,
যে-বেদনা এই প্রেমে করেছে মহান,

(ওগো কঙ্কাবতী—
মহান! মহান!)
জানি, তুমি ভুলে যাবে সে-উৎকণ্ঠা, সে-বেদনা, সেই ভালোবাসা
প্রথম শিশুর জন্মদিনে।
তোমার যে-স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সততস্পন্দিত—
দেখেছি অস্পষ্টতম আমি শুধু আভাস যাহার,
যাহার ঈষৎ স্পর্শ আনন্দে করেছে মোরে উন্মাদ—উন্মাদ,
জানি, তাহা স্ফীত হবে সদ্যোজাত অধরের শোষণতিয়াষে।
আমারে করিতে মুগ্ধ যে-সুস্নিগ্ধ সুষমায় আপনাকে সাজাতে সর্বদা,
তোমার যে-সৌন্দর্যেরে ভালোবাসি (তোমাকে তো নয়!),
জানি, তা ফেলিয়া দেবে অঙ্গ হ'তে টেনে—
কারণ, তখন তব জীবনের ছাঁচ
চিরতরে গড়া হ'য়ে গেছে,
কিছুতেই হবে নাকো তার আর কোনো ব্যতিক্রম।
সুন্দর না-হ'লে যদি জীবনের পাত্র হ'তে কোনো ক্ষতি ক্ষয় নাহি হয়,
সুন্দর হবার গূঢ়, দুরূহ সাধনা—
ক্লেশকর তপশ্চর্যা
কে আর করিতে যায় তবে ?

সব আমি জানি, তবু—তাই ভালোবাসি,
জানি ব'লে আরো বেশি ভালোবাসি।
জানি, শুধ্ ততদিন তুমি র'বে তুমি,
যতদিন র'বে মোর প্রিয়া।
সম্মুখে মৃত্যুর গুহা, তোমার মৃত্যুর ;
ফুটেছো ফুলের মতো ক্ষণতরে আজিকার উজ্জ্বল আলোতে,
প্রেমের আলোতে মোর—
তারই মাঝে যত তব ঝিকিমিকি, ফুরফুরে প্রজাপতিপনা!
তাই সেই শোভা পান করি—
আঁখি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আত্মা দিয়ে, মৃত্যুর কল্পনা দিয়ে
সেই শোভা পান করি।

তোমার বাদামি চোখ—চকচকে, হালকা, চটুল
তাই ভালোবাসি।
তোমার লালচে চুল,—এলোমেলো, শুকনো, নরম
তাই ভালোবাসি।
সেই চুল, সেই চোখ, তাহারা আমার কাছে অরণ্য গভীর,
সেথা আমি পথ খুঁজে নাহি পাই,
নিজেরে হারায়ে ফেলি সেই চোখে, সেই চুলে—লালচে-বাদামি,
নিজেরে ভুলিয়া যাই, আমারে হারাই—
তাই ভালোবাসি।

আর আমি ভালোবাসি নতুন ননীর মতো তনুলতা তব,
(ওগো কঙ্কাবতী !)
আর আমি ভালোবাসি তোমার বাসনা মোরে ভালোবাসিবার,
(ওগো কঙ্কাবতী !)
ওগো কঙ্কাবতী।

১৯২৯

স নে ট গু চ্ছ

বিজয়িনী ও পরাজিতা

১

একদা গোধূলিলগ্নে বহেছিলো বসন্তবাতাস,
স্নেহলিপ্ত ওষ্ঠ তব ছুঁয়েছিলো বিক্ষিপ্ত অলক ;
নয়নে কাজল পরি', চরণে মাখিয়া অলক্তক
আমার মুখের 'পরে ফেলেছিলে উত্তপ্ত নিশ্বাস।
সেই ক্ষণে অলক্ষিতে রক্তাশোকে বাঁধিয়া আবাস
মোদেরে হেরিয়াছিলো মদন পুলকে অপলক,
কৌতুকে কিংশুক ফুলে রচি' তার সুতীক্ষ্ণ সায়ক
নিক্ষেপিয়া মোরে লক্ষ্যি'—চলি' গেলো প্রশান্ত, উদাস।

বিঁধিলো আমার বুকে তীক্ষ্ণ তীর ; অসহ্য ব্যথার
আনন্দে রক্তের মাঝে বাজিলো উদ্দাম রিনিঝিনি,
চাহিয়া তোমার পানে সহসা করিনু আবিষ্কার—
আজ হ'তে প্রাণ মোর তব আঁখি-পল্লবকাজল,
চরণের অলক্তকে ফোটে মোর মৃত্যু-শতদল।
কন্দর্প হাসিলো সুখে ; তুমি, প্রিয়া, হ'লে বিজয়িনী।

২

বসন্তের অবসানে নব ঘন ছেয়েছে গগন,
শান্ত শ্যাম অন্ধকারে বসুন্ধরা উঠিছে শিহরি',
দুরন্ত পবনস্বনে নিরন্তর শ্বসিছে শর্বরী—
আমি ব'সে আছি একা মুক্ত করি' ক্ষুদ্র বাতায়ন।
আজ তুমি বিরহিণী। আজি তব আঁখির অঞ্জন
মুছে গেছে দৃষ্টি হ'তে। আসে নাই মরণের তরী
তবু মোরে নিয়ে যেতে গোধূলির আবিরে আবরি'—
তমো-অন্ধ নিশি জাগি' আজও রচি সোনার স্বপন।

মদনের তীক্ষ্ণ তীরে আজ আর জ্বালা নাই, সখি,
বাদল-আঁধারে তাই জ্বলে মোর স্বপ্নদীপান্বিতা,

প্রাণপাত্রে বীতরাগ স্বচ্ছতায় নিয়ত নিরখি
তোমার কাজল আঁখি, তোমার চরণরক্তরাগ,
আমার বুকের মাঝে নিশ্বসিছে তোমার সোহাগ-
লজ্জিত বসন্তসখা ; তুমি, সখি, আজি পরাজিতা।

১৯২৭

কোনো অভিনেত্রীর প্রতি

১

কেবলই কি অভিনয়?   তার বেশি আর-কিছু নহে?
নিশি-নিশি ছদ্মবেশে আপনার অস্থায়ী বিস্মৃতি?
তটিনীর চঞ্চলতা, বিহঙ্গের কলকণ্ঠগীতি—
এ কি শুধু চারুশিল্প, কারুকলা? • প্রথম উদয়ে
হেরিলাম মুগ্ধনেত্রে যে-কুমারী কন্যার বিগ্রহে,
পেলবাঙ্গী, তনুমধ্যা; চক্ষে তার অপরূপ প্রীতি,
ওষ্ঠে তার পুষ্পমধু!   সকলই কি হীন অনুকৃতি?
যবনিকা-অন্তরালে সে-লাবণ্য কিছু নাহি রহে?

প্রতি পদক্ষেপে তব, কটাক্ষের বিভ্রমবিলাসে,
হাস্যে, লাস্যে, কলোচ্ছ্বাসে যে-আনন্দ করো বিকিরণ,
দিনের আলোয় তাহা কখনো কি ফিরে নাহি আসে?
দক্ষতার দীপ্তি শুধু—মর্মে তার নয় উৎসরণ?
মধুর হাসিতে তব স্বচ্ছ যেই আলোক বিকাশে,
দর্পণে কখনো বুঝি করে না তা অমৃতক্ষরণ?

২

কিংবা বুঝি এই ভালো।   নিশি-নিশি নব-নব বেশে
নব-নব মূর্তি ধরি' দেখা দিবে রস-উল্লাসিনী,
হৃদয়ের শিলা টুটি' বহিবে আনন্দ-মন্দাকিনী,
বিরস দিবস-দুঃখ হাসির আঘাতে যাবে ভেসে।
ভুলে যাবো তব নাম, কে বা তুমি—পুলক-আবেশে;
বিধাতার সৃষ্টি নহ;—কবির অন্তর-বিমোহিনী
কাব্যলক্ষ্মী রচিয়াছে চির-মনোমন্দিরনন্দিনী
জ্যোৎস্না আর স্বপ্ন দিয়ে তোমা।   তাই কাছে এসে
মধ্যাহ্ন-আলোয় তোমা দেখিবার নাহি মোর সাধ।
হয়তো টুটিবে স্বপ্ন, সুখস্বর্গ ভেঙে যাবে মোর।

কে জানে জীবনে তুমি পেলে কিনা সে-গূঢ় প্রসাদ—
যা আমাকে দিলে, যার গন্ধে মোর অন্তর বিভোর।
নারী নহ, কাব্য তুমি—ক্লান্তিহীন কবিতার স্বাদ,
কবি যা কল্পনা করে, তা-ই তব চক্ষে আনে ঘোর।

১৯২৭

আর-কিছু নাহি সাধ

আর-কিছু নাহি সাধ। জানি, মোর তরে নহে জয়মাল্য, যশের মুকুট।
বিশ্বের কবিরা যত জ্বলিছে নক্ষত্র হ'য়ে রজনীর সুনীল অঞ্চলে,
সেথা মোর নাহি স্থান। আমার বন্দনা-গান জাগিবে না দূর নভস্তলে,
মোর করস্পর্শ কভু লভিবে না ভক্তিরসে অভিষিক্ত পল্লবসম্পুট।
মানবের চিত্ততীর্থে নিত্যস্বর্গ নহে মোর। মরণের তিক্ত কালকূট
আমার চরম ভাগ্য। একবিংশ শতাব্দীর কোনো সপ্তদশী লীলাচ্ছলে,
মনে জানি, পড়িবে না আমার কবিতাখানি জ্যোৎস্নাধৌত বাতায়ন-তলে।
সতীর্থের হৃদ্‌পদ্মে গন্ধরূপে স্মরণের স্বপ্ন—তাও র'বে না অটুট।

তবু যে জাগিছে আজি সংগীত-তরঙ্গভঙ্গ হৃদয়ের হিম সরোবরে—
সে শুধু তোমারই লাগি'। তোমারে যে পেয়েছিনু সর্বদেহে মর্মে, মনে-প্রাণে,
পেয়েছিনু বিরহের স্পন্দমান অন্ধকারে, মিলনের অতন্দ্র বাসরে—
সে-কথা কহিতে চাই আকাশেরে, বাতাসেরে, নিদ্রাহীন নিশীথের কানে;
পারি না বহিতে এই পরিপূর্ণতার ভার একা-একা আপন অন্তরে,
সহস্রের মাঝে তাই আপনারে বিতরণ ক'রে যাই লক্ষ গানে-গানে।

১৯২৮

প্রেম ও প্রাণ

১

দরিদ্র বালক যথা অভিনয়-ভবন-দুয়ারে—
এ-চরণ রাজপথে, অন্য পদ মর্মরসোপানে—
বাসনাবিষণ্ণ দৃষ্টি মেলি' দিয়া রম্য হর্ম্যপানে
নিঃশব্দ নিশ্বাসপাতে নিন্দে নিজ বিত্তহীনতারে :
প্রহর অতীত হয় ; প্রেক্ষাগৃহ মগ্ন অন্ধকারে ;
রঙ্গমঞ্চে জলে আলো, মূর্ছে বায়ু কাব্যে আর গানে—
উৎসুক শ্রবণপথে সেই সুর পশে তার প্রাণে
স্বপ্নের আলাপ-সম। জাগে মন আনন্দ-জোয়ারে :—

তেমনি আমিও, প্রেম, শুধু তব ঈষৎ আভাস
লভিয়াছি এ-জীবনে ;—অঙ্গুলি-পরশ একবার !
তবু পৃথ্বী পদাপন্না, অঙ্গুরীয়-সম মহাকাশ।
সবিস্ময়ে ভাবি মনে : ক্ষীণতম সংকেতে যাহার
ক্ষণে-ক্ষণে জন্মমৃত্যু, অশ্রুজলে অম্বুধি-উচ্ছ্বাস—
সম্পূর্ণ প্রকাশ তার না জানি কী আশ্চর্য অপার !

২

তখন জীবনে মোর অভ্রশুভ্র নির্মল কৈশোর—
যে-কুসুম ফোটে নাই, তারই মতো ব্রীড়ায় ব্যাকুল ;
কুমারী বাসনা মোর জন্মলব্ধ লজ্জার দুকূল
উন্মোচন করে নাই ; আসে নাই বিত্তামুগ্ধ চোর।
দিগন্তে দাঁড়ায়ে উষা—দৃষ্টিভরা মদিরার ঘোর,
সহস্র গোলাপগুচ্ছে উদ্ভাসিত আকাশের কূল ;
নবীন জীবনে মোর সে প্রথম, মনোরম ভুল—
প্রতি পদক্ষেপে যেন পদ্ম ফোটে—সৌরভে বিভোর।

শৈশবের নিদ্রা ভাঙে ; আগন্তুক, উৎসুক যৌবন ;
মধ্যপথে ক্ষণস্থায়ী ঝিকিমিকি কৈশোরগোধূলি ;
আমি সেই সেতুমঞ্চে ; তটান্তরে তোমার ভবন।

সম্মুখে আসিয়াছিলে ; নিদ্রালস, শ্লথ চক্ষু তুলি'
তোমারে কি দেখেছিনু ? অথবা সে আমারই জীবন-
ভূমিগর্ভ-অবরুদ্ধ শিকড়ের আকুলিবিকুলি ?

৩

ইন্দ্রধনু অন্তর্হিত, শুকায়েছে স্বপনের নদী—
(ধুলায় হয়েছে ধূলি রক্ত-পীত-হরিতের কণা,
স্রোতনিম্নে পঙ্কশয্যা—লজ্জাহীন, নগ্ন আবর্জনা।)
মাটিতে আমার বাসা, আশা মোর অনন্ত জলধি।
কৈশোরের ক্ষীণ সেতু চূর্ণ হ'য়ে গেছে যে-অবধি,
হানিয়াছে মোর মুখে কশাঘাত কর্কশ কামনা ;
কর্দমে হৃদয়পদ্ম সহিয়াছে চরম লাঞ্ছনা—
ঝরিয়া মরিয়া যাবে, তুমি তারে না বাঁচাও যদি।

এই তো হয়েছে ভালো। জানিয়াছি, যাহা জানা যায়
তার তরে নহে প্রেম, যে-বালক তুষারবসনে
অজ্ঞান বালিশে শুয়ে কৌমার্যের আঁধারে ঘুমায়।
নিষিদ্ধ সে-রক্তফল স্বাদিয়াছি নিগূঢ় দংশনে—
তিক্ত তীব্র উগ্র মধু। তার সঙ্গে নেমেছি ধুলায়,
মিথ্যা স্বর্গ হ'তে এই অপবিত্র ধরিত্রী-অঙ্গনে।

৪

অপবিত্র—কিন্তু সত্য। পৃথিবীর বুকে কান রেখে
অনুভব করিয়াছি জীবনের জ্বালাভরা জ্বর ;
তার মত্ত হৃৎপিণ্ড-নৃত্য-তালে দণ্ড ও প্রহর
ঘণ্টার শব্দের মতো ধ্বনিছে, মরিছে একে-একে।
সে-আবেগ মোর রক্তে, সে-উত্তাপ মোর অঙ্গে মেখে,
অস্থির উল্কার মতো আন্দোলিয়া শূন্যতার স্তর,

শাণিত ছুরির মতো ছিঁড়ে ফেলে উলঙ্গ অম্বর—
আসিয়াছি তারাদের—অসহ্য সূর্যের মুখ দেখে।

মৃত অঙ্গারের মতো তারপর ঝরেছি ধরায়,
ভেসেছি নদীর জলে, করিয়াছি শ্মশানে বিশ্রাম—
প্রেতদল মোর তরে শীর্ণ বাহু সাগ্রহে বাড়ায়।
আমিও হয়েছি প্রেত, ভুলে গেছি আপনার নাম ;
চিতার ধূমের মেঘে অট্টহাসি-বিদ্যুৎ-বিভায়
তোমাকে দেখেছি, প্রেম, করিয়াছি তোমাকে প্রণাম।

৫

যে-চন্দ্রে কলঙ্ক নাই, সে কখনো মুগ্ধ করে চোখ ?
যে-জীবন চিরদিন গ্লানিহীন, মসৃণ, শ্রীমান—
যে-জীবন জানে নাই আপনার সঙ্গে অভিমান—
যে-জীবন বারংবার পরে নাই নবীন নির্মোক—
তুমি তার তরে নহ। পরিতৃপ্ত, প্রশান্ত আলোক
নিত্য মণিদীপসম উজলে যে-শয়নশিথান—
স্বাস্থ্যের প্রসাদে স্নিগ্ধ সে-প্রাসাদে নাই তব স্থান—
সে-হৃদয় নহে তব, নাহি যেথা আত্মহত্যা-শোক।

ওগো প্রেম, মানুষের হৃদয়ের শেষ সার্থকতা !
মনীষায় লভ্য জ্ঞান—তুমি তার চরম সীমানা ;
তপস্যা-অভীষ্ট তুমি, ধ্যানলব্ধ অমৃতবারতা :
তুমি এই জীবনের। এ-জীবন যাহার অজানা,
যার অনুভবে নাই হৃদয়ের অন্তিম ব্যর্থতা—
কেমনে জানিবে, বলো, সে-দুর্ভাগা তোমার ঠিকানা ?

তুমি এই জীবনের—তবু তুমি জীবন-অধিক।
নিদ্রার সমুদ্র-ঘেরা জীবনের বেদনার চর—
বালুতে ফেলিয়া যাও লক্ষ-লক্ষ চরণস্বাক্ষর,
সে-চিহ্নে আঁকিয়া যাও আমাদের প্রাণের প্রতীক।
তুমি সেথা ধ্রুব জ্যোতি—যেথা সব ক্ষণিক, অলীক;
মৃত্যুর গুহায় যারা আবিষ্কার করেছে ঈশ্বর,
যাদের ভঙ্গুর প্রাণ আশামূলে দুর্ভর-নির্ভর—
তাদের মিথ্যার মঞ্চে তুমি সত্য—নিত্য, নির্নিমিখ।

মানুষ মাংসের পিণ্ড, পঙ্কভাণ্ড, প্রবৃত্তির স্তূপ,
তুমি এসে যতক্ষণ সচকিয়া নাহি যাও তারে;—
তোমার সুরার স্পর্শে ফোটে তার স্ফটিকের রূপ।
সে-সুরা উচ্ছ্বসি' ওঠে প্রাণপাত্র ছাপি' চারিধারে;
ফেনময় উন্মাদনা—অপচয় ঝরে অপরূপ;
অবশেষে স্বর্গরেণু জ্ব'লে ওঠে রক্তের আঁধারে।

১৯২৯

মোরা তার গান রচি

মোরা তার গান রচি—যে-জীবন প্রশস্ত, প্রচুর,
প্রবল তরঙ্গভঙ্গে ছুটিয়াছে যুগে-যুগান্তরে,
মিশে আছে সোনা আর ধুলা যার সলিল-শীকরে,
যার স্রোতে ভেসে যায় পঙ্ক আর নক্ষত্র ভঙ্গুর।
অলস আবেশে মোরা জীবনের দেখিনি মধুর ;—
ললাটে ঝরিছে স্বেদ—তারই স্বাদ মোদের অধরে,
হৃদয়ে দুঃখের যজ্ঞ—তারই জ্বালা প্রত্যেক অক্ষরে,
মোদের আকাশ রুক্ষ, শ্যাম স্বপ্নে নহে সে মেদুর।

উন্মাদ, উদ্দামগতি ছুটে চলে জীবনজাহ্নবী,
জীবন—রহস্যে ভরা ; পৃথিবী—সে ব্যথায় বিশাল।
আবর্তে হারায়ে যায় পুঞ্জীভূত কুৎসিত জঞ্জাল।
মোদের প্রাণের মাঝে সেই প্রাণ, সে-প্রেরণা লভি'
মোরা রচিতেছি গান ;—মোরা সেই জীবনের কবি।
আমাদের চিরসঙ্গী নৃত্যক্ষিপ্ত, রিক্ত মহাকাল।

১৯২৮